

স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলাঃশুরু হলো পাঁচদিনের মিলন উৎসব



কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার থেকে শুরু হলো স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা। কালী সিংহী পার্কে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই মেলার সূচনা করেন বিশিষ্ট অভিথিরা। বিবেকানন্দ পাঠচক্র ও সংস্কার ভারতীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা পাঁচদিন ধরে চলবে। সাধারণ মানুষের জন্য এখানে অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংধাধ্যক্ষ গিরিশানন্দ মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাসের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ, বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি কর্ণেল (প্রাক্তন) সবাসাচী বাগচী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র।স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন, বিবেকানন্দ মিলন মেলা মানে সকলের মধ্যে মেলবন্ধনের এক উপলক্ষ। স্বামীজির জীবন ও ভাবধারা প্রতিটি মানুষের জীবনে নতুন দিশা দেখায়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সংধাধ্যক্ষ গিরিশানন্দ মহারাজ জানান, স্বামীজির জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।আইনজীবী অনিন্দ্য কু মার মিত্র বলেন, স্বামীজির ভাবধারা ও আদর্শকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম এই মিলন মেলা। কর্ণেল সবাসাচী বাগচী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি আমাদের কর্মভূমি। তাঁর আদর্শকে সকলের সামনে তুলে ধরাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত জানান, এই মেলার মূল উদ্দেশ্য হল স্বামীজির নামে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করা। সহ-সভাপতি এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৭০ সাল থেকে আমরা এই জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছি। গত ১৫ বছর ধরে একে মেলার রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে স্বামীজীর ভাবধারা আরও বৃহ পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে।পাঁচদিনব্যাপী এই মিলন মেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শনকে তুলে ধরা হবে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এই মেলা এক মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শ্রীভূমি জেলায় সফলভাবে গুণোৎসব সম্পন্ন

শ্রীভূমি (অসম) ১১ জানুয়ারিঃ সমগ্র রাজ্যের ১১টি জেলার সাথে শ্রীভূমি জেলায়ও ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি প্রথম পর্যায়ের গুণোৎসব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ থেকে সরকারি বিদ্যালয়, প্রাদেশিক্ত বিদ্যালয়, চা বাগানের মডেল বিদ্যালয়, কস্তুরবাগান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, চা বাগান কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় ইত্যাদিতে গুণগত শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করতে ৬ জানুয়ারি বিদ্যালয়গুলিতে স্ব-মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৭ থেকে ৯ জানুয়ারি বহিমূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের গুণোৎসব শ্রীভূমি জেলায় ১৮১৮ টি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩২৬ জন ছাত্র ছাত্রীকে গুণোৎসবে অংশ গ্রহণের লক্ষ্য মাত্রায় ধরা হয়েছিল। যার বিপরীতে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৮৪ জন ছাত্র ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছে। এই গুণোসবে রাজ্য পর্যায় থেকে আসা ২ জন বহিমূল্যায়নকারী সহ জেলায় মোট ৬৭৬ জন বহিমূল্যায়নকারী জেলার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার গুণগত মান পরীক্ষা করেন। এবারের গুণোৎসবে শ্রীভূমি জেলায় অন্যান্য বহিমূল্যায়ন কারীর মধ্যে শ্রীভূমির জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার খিরদী বৃধাবর লাভু মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সফল করে শিক্ষা, বিদ্যালয়ের পরিচাঠামো যাচাই করে সমগ্রায় ব্যাক্ত করেন। পাশাপাশি তিনি শৈখিক পরিবেশের আরও উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

ভবিষ্যতের প্রাণভোমরা যুদ্ধে নয়, বুদ্ধের শিক্ষায় আছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বৃহস্পতিবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অষ্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিদেশ মন্ত্রক এবং ওড়িশা সরকারের যৌথ আয়োজনে তিন দিনের প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের থিম ‘বিকশিত ভারতের সংকল্পে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান’। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বহু আগে ওড়িশার বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যেতেন বালি, সুমাত্রা



কিবা জাভা। ওড়িশার ঐতিহাসিক স্থান মৌলি শান্তির বার্তা দেয়। সারা বিশ্ব যেখানে অস্ত্রবলে শক্তি প্রদর্শন করে, সেখানে সম্রাট অশোক শান্তির

পথ বেছে নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই ভাবধারার সুবাদেই ভারত বিশ্বকে এই বার্তা দেয় যে ভবিষ্যতের প্রাণভোমরা রসেছে বুদ্ধের শিক্ষায়, যুদ্ধে নয়।প্রধানমন্ত্রী আবারও বলেন যে প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি বারবারই ভারতের দূত হিসেবে ভেবে থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, তা কখনও ভোলার নয়। বিগত এক দশকে তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে অনেক

বিশ্বনেতার এবং তাঁরা প্রবাসী ভারতীয়দের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। ভারত শুধুমাত্র গণতন্ত্রের ধার্তীভূমি নয়, ভারতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাতি গণতন্ত্রের চেতনা – আবারও এই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী ভারতিয়রা নিজের নিজের কর্মস্থলে সেখানকার বিকাশে অবদান রাখার পাশাপাশি, নিজের দেশের প্রতিও দায়িত্ব পালন করেছেন একনিষ্ঠভাবে।

এক দফায় দিল্লিতে ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি, গণনা ওই মাসের ৮ তারিখ

নয়াদিল্লি, ১১জানুয়ারি : দিল্লিতে একদফায় হবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। দিল্লিতে ভোটগ্রহণ হবে ৫ ফেব্রুয়ারি, গণনা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্ধর্ত ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের প্লেনারি

হলে অনুষ্ঠিত হয় এই সাংবাদিক সম্মেলন।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, দিল্লিতে ভোটগ্রহণ হবে ৫ ফেব্রুয়ারি, গণনা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ জানুয়ারি।উল্লেখ্য, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী, ওই সময়ের মধ্যেই নতুন

বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচিত করতে হবে। সোমবারই দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। আগেই শোনা গিয়েছিল যে, ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। সেই মতো মঙ্গলবার দিল্লির বিধানসভা ভোটের নির্ধর্ত প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন।দিল্লির বিধানসভা ভোটে লড়াই এ বার মূলত ত্রিমুখী।

শাসকদল আম আদমি পার্টি (এএপি)–র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি এবং কংগ্রেসের। গত বিধানসভা ভোটে ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছিল এএপি। মাত্র ৮টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি।কংগ্রেস খাতা খুলতে পারেনি। তবে ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত একটানা দিল্লির বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। তারপর থেকে জয়ী হয়ে আসছে এএপি। এবার দিল্লিতে জিততে মরিয়া বিজেপি।

আর্থিক অনিয়ম ও মাদক পাচার, ত্রিপুরার সাতটি স্থানে একযোগে ইডি’র অভিযান

আগরতলা, ১১ জানুয়ারিঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি শুক্রবার ত্রিপুরার সাতটি স্থানে একযোগে অভিযান চালিয়েছে। আর্থিক অনিয়ম ও মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্টলিকে লক্ষ্য করেই চলে এই অভিযান। সকলে শুরু হওয়া এই অভিযানে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত

প্রক্রিয়া চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করতে বিপুল পরিমাণ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এই অভিযানে আর্থিক অপরাধ ও অবৈধ মাদক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের অংশ। ইডি’র দলগুলি নথি, ডিজিটাল তথ্য এবং অন্যান্য উৎপাদন পরীক্ষা করছে যা মাদক

পাচারকারীদের ও আর্থিক অপরাধীদের মধ্যে একটি সম্ভাব্য যোগসূত্র উদ্ঘাটনে সহায়ক হতে পারে। যদিও নির্দিষ্ট স্থানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।প্রসঙ্গত, আগরতলা শহর, নন্দননগর এবং এমবিবি বিশ্বদাস বাল্ম্যর এলাকা মাদক পাচারের জন্য পরিচিত। ত্রিপুরা

প্রতিবেশী রাজ্য এবং দেশের মধ্যে অবৈধ মাদক পাচারের একটি ট্রানজিট পয়েন্ট। এই অঞ্চলে অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিযানের বিষয়ে আরও বিশদ তথ্য ইডি’র চলমান তদন্তের পরেই জানা যাবে।

ইন্ডি জোটকে বাঁচানোর দায়িত্ব কংগ্রেসেরঃসঞ্জয় রাউত

নাগপুর, ১১ জানুয়ারি : ইন্ডি জোটের ভবিষ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিভিন্ন দলের নেতারা। এমনাবস্থায় উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ইন্ডি জোটকে চিকিয়ে রাখা কংগ্রেসের দায়িত্ব। শনিবার নাগপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ইন্ডি জোটকে বাঁচানোর দায়িত্ব কংগ্রেসের। কংগ্রেসই সবচেয়ে বড় দল। এটা সত্য যে, লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইন্ডি জেটি গঠিত হয়েছিল এবং নির্বাচনের পরে ইন্ডি জোটের একটি বৈঠকও হয়নি।সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, এই বৈঠক না ডাকার জন্য কংগ্রেসও দায়ী। আমরা এখনও পর্যন্ত ইন্ডি জোটের আত্মায়ক ঘোষণা করতে পারিনি, যদি আমাদের একটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তবে আমাদের এই সমস্ত বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

আগরতলা, ১১ জানুয়ারিঃ রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে গত শুক্রবার শুরু হল ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। বছরের প্রথম অধিবেশন হওয়ায় প্রথা অনুসারে রাজ্যপাল ইন্ড্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বিধানসভায় ভাষণ দেন। ১৩ ও ১৫ জানুয়ারি চলবে অধিবেশন।শুক্রবার থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

শুরু হয়েছেন।নতুন বছরের প্রথম অধিবেশন হওয়ায় প্রথা অনুসারে রাজ্যপাল ইন্ড্র সেনা রেড্ডি নাল্লুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে অধিবেশন। এদিন বিধানসভায় রাজ্যপালকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য।

বাঁকুড়া জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬২ তম জাতীয় যুব দিবস পালন

দুরন্তবার্তা, বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার গুপ্তা র্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীকে সম্মান জানাতে জাতীয় যুব দিবস পালিত হচ্ছে। এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচ্য সূচনা ঘোষণা করা হয়। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিবেকানন্দের বাণী গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে দীপ্ত কর্তে ঘোষণা করেন। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয়



মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর ১২ ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস হিসাবে পালন করা হবে। সেই থেকেই প্রতিবছর ১২ ই জানুয়ারি তারিখটি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বিবেকানন্দের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী আমাদের সকলের কাছে বিশেষ করে ছাত্র-যুব সমাজের কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১২ ই জানুয়ারি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। বিবেকানন্দ দেশের যুবসমাজকে সত্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সঠিক দিশা প্রদান করেছেন। এই নীতিতে ভারত সরকার ১২ ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। তাঁর সান্নিধ্য প্রতিভা আমাদের দেশের যুবকদের শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর উজ্জ্বল চোখ আমাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে। তাঁর দর্শন চিন্তা যুব শক্তিকে জগ্রত করে।

তাঁর বাণী বর্তমান বিশ্বেক সত্যের পথে হাঁটতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর শিকাগো বক্তৃতা ভারতকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি করেছে। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর পূণ্য প্রভাবে ভারত অপরাজেয় শক্তিজে জগে উঠেছে। ভারত মাত্রার সুযোগ্য সন্তান বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আজ আমাদের চিন্তা চেতনায়, ভাব ভাবনায়, স্মরণে মননে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তাই দেশের ছাত্র- যুবদের আবার কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং প্রায় দেড় বছর (১৬ মাস) পরে, তারা দুজনেই আবার বিয়ে করে। এটি ছিল এলিজাবেথের ষষ্ঠ বিয়ে। এর পরে এলিজাবেথ জন ওয়ার্নারকে সপ্তম বার বিয়ে করেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দু’জনেই আলাদা হয়ে যায়। এলিজার শেষ এবং ঐষ্টম বিয়ে হয়েছিল ল্যারি ফটেনস্ট্রার সঙ্গে। তিনি বিজে একটা বিয়ের ইতিহাস তৈরী করেন।

বলিউডের এই নায়িকা জীবনে ৮ বার বিয়ে করেও দাম্পত্য সুখ পান নি



কনরাট নিকি হিলটনকে, যদিও তাঁদের বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। বিয়ের পর থেকেই দু’জনের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। দাম্পত্য কলহের কারণে এলিজাবেথ হিলটনের থেকে বিচ্ছেদ নেন। শুধু পারস্পরিক সম্মতিতেই তারা আলাদা হন। হিলটনের সঙ্গে ডিভোর্সের পর, তিনি মাইকেল ওয়াইল্ডিংকে বিয়ে করেন।কিছু দিনের মধ্যেই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মাইকেল

ওয়াইল্ডিং থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল টড এলিজাবেথের জীবনে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ দেখা করার পর দু’জনেই বিয়ে করেন। এটি ছিল এলিজাবেথের তৃতীয় বিয়ে। একই সময়ে, কিছু সময় পরে মাইকেল টড মারা যান, এর পরে এডি ফিশার এলিজাবেথের জীবনে প্রবেশ করেন। এখানেই শেষ হয়, তারপর ফিশারের থেকে আলাদা হওয়ার পর, এলিজাবেথ রিচার্ড

২১ থেকে ২৯ জানুয়ারি সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকবে রাষ্ট্রপতি ভবন



নয়াদিল্লি, ১১জানুয়ারি :প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড এবং বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের কারণে রাষ্ট্রপতি ভবন ২১ থেকে ২৯ জানুয়ারি সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকবে। এ সময়ের মধ্যে প্রতি শনিবার যে রক্ষী বদল অনুষ্ঠান হয়, তাও হবে না।গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির কার্যালয় জানিয়েছে যে আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড এবং বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের কারণে, রাষ্ট্রপতি ভবন (সার্কিট -১) সফর ২১ থেকে ২৯ জানুয়ারি সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের মহড়ার কারণে, ১১, ১৮ এবং ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে কোনও রক্ষী বদল অনুষ্ঠান হবে না।

হালিশহর জেটীয়া উৎসব সাত্ত্বনের চলছে



দুরন্ত বার্তা,হালিশহরঃ হালিশহর জেটীয়া খেলার মাঠে শুভ সূচনা হয়ে গেল জেটীয়া উৎসবের। জেটীয়া উসবের শুভ সূচনা করেন বাসদেব পার্খ ভৌমিক, বিধায়ক সনৎ দে ও উৎসব কমিটির সম্পাদক অশোক দাস সহ অন্যান্য নেতৃহু। উৎসব মেলায় বুক স্টল সহ নানান ধরনের বিকিকনির হাট বসে গেছে। ভালোই বোচাকেনা চলছে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটছে নিতাদিনি। সমগ্র উৎসবের পরিচাি ও পরিচালনা করছেন উৎসব কমিটির সম্পাদক অশোক দাস মহাশয়। উৎসবে তৃতীয় দিনে দেখা গেল প্রায় তিন শতাধিক মানুষকে চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং সেই মানুষগুলোকে বিনা পয়সায় চশমাও প্রদান করা হবে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে। সব মিলিয়ে ভালোই চলছে, জেটীয়া উৎসব। প্রতিদিন মধ্যে মনোরঞ্জিত অনুষ্ঠান চলছে এবং মানুষজনকে মনমুগ্ধ করে তুলছে মিডিয়া উৎসবের নিতা দিনের অনুষ্ঠান।

বেহাল উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষুন্ন সংকর ঘোষ

উত্তরবঙ্গ,১১জানুয়ারিঃউত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা কে নিয়ে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তপু ডাকলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি



পাচ্ছে, কিন্তু পরিষেবা কোথায়? আমরা কোথায় বাস করছি? মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে সে রাজ্য সরকারকে। কারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে একপ্রকার দুর্নীতি চলছে, তার সব থেকে ভালো প্রমাণ হলো আরজিকর। দেহীরা বুক ফু লিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাংবাদিকদের বিধায়ক জানান, আমি বারবার অনুরোধ করেছি রাজ্য সরকার যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা টিক করবে কে? জানালেন বিধায়ক।

পোষা কাকাতুয়া নিলো মালিকের প্রাণ

পশ্চিম মেদিনীপুর,১১ জানুয়ারিঃ মেদিনীপুরে এক পোষা কাকাতুয়ার জন্য প্রাণ গেলো ৩৫ বছরের এক যুবকের। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা চন্দ্রকোনো ১ নম্বর র্লকের জাড়া গ্রামে। মৃতের নাম শ্রীরাম রুইদাস। শ্রীরামের শখ ছিল পাখি পোষার। তাই কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে একজোড়া কাকাতুয়া কিনে নিয়ে যান বাড়িতে। ঘটা বন্ধ ছিল পাখি দুটি। তারপরেই ষ্টাটে বিব্রাতি। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে,গত বৃহস্পতিবার সকালে একটি কাকাতুয়া খাচা থেকে বেরিয়ে ওড়ার চেষ্টা করে। বাড়ির সামনেই পুকুর। কাকাতুয়াটি উড়তে না পারায় বাড়ির সামনেই পুকুরে পড়ে যায়। সম্ভবত সেটা দেখতে পেয়েই ছুটে আসেন শ্রীরাম। কিছু না ভেবে জলে ঝাঁপ দেন। কাকাতুয়াটিকে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পুকুর থেকে কাকাতুয়াকে তুলতে গিয়ে জলে



ডুবে যান শ্রীরাম। সেখানে কেউ না থাকায় তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে নি। পরে বাড়ির লোকেরা চারিদিকে তার খোঁজ করেন। সেই সময় পুকুরে তার দেহ ভেসে ওঠে। তখনই দেখা যায় ওই কাকাতুয়াও আছে সেই জলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চন্দ্রকোণা থানার পুলিশ।

কেন্দ্রীয় সরকারের তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত হল

রাজ কুমার ঘোষ, কালনাঃকেন্দ্রীয় সরকারের তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত হলো। কালনার জলপরী ইংলিশ চ্যানেল সহ পাঁচটি সিদ্ধু জরী সাতার সায়নী দাস। কালনার বাবুইপাড়ার বাড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রী।ড ও যুবকল্যাণ মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারী মাধবী মোহনের চিঠি পৌঁছেছে গত বুধবার। তারপর থেকেই খুশির জোয়ারে ডাসছেন সায়নী ও তার পরিবার। ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন লাগোয়া গণতন্ত্র মন্ত্রণে সায়নীর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবেন



ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একটার পর একটা উখালপাখাল আন্তর্জাতিক চ্যানেল জেতার স্বীকৃতি হিসেবেই সায়নী এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে বিভিন্ন উপহার ও স্মারকের সঙ্গে থাকছে ১৫ লক্ষটাকা।

দুরন্ত বার্তা

দিল্লিকে অপরাধের রাজধানীতে পরিণত করেছে বিজেপিঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাজনৈতিক বাকমুদ্ধ ততই বাড়ছে। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শালালেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আত্মায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার কেজরিওয়াল বলেছেন, দিল্লিকে অপরাধের রাজধানীতে পরিণত করেছে বিজেপি।কেজরিওয়াল এদিন বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, দিল্লিতে ডাকাতি, চেন ছিনতাই, গ্যাং ওয়ার ঘটছে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বিজেপি দিল্লির মানুষকে ঘৃণা করে। তাদের বিরোধের কারণেই তারা গত ২৫ বছরে দিল্লির ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি। বিজেপি এখন ধর্না পাটিতে পরিণত হয়েছে। গতকাল, আমি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হওয়া অবিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিস্ফর থাকবে আকাশ। সকালে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। গতকাল, আমি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

২৬ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজী:১১ জানুয়ারি ২০২৫, ৫৮৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১১৫, সৌরঃ২৭ পৌষ, চান্দ্রঃ ১২ মাঘব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সান্ব, ২৫৪৬ বুদ্ধাব্দঃ, বাহ্যাব্দঃ ২৭ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিলিঃ ২১ পৌষ ১৯৪৬, মৈত্রেঃ১২ বাকবিত্ত, আসামঃ২৬ পূহ, মুসলিমঃ ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুম্ব দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ০৬ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ াতিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাাত্রি ৭ঃ৫ঃ৮ঃ১১ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তক্ষরঃ রোহিণী দুপুর ৭ ০০ঃ১৮ঃ১৬ এবং ১৪ঃ২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মণ্ডগিরাধরঃকৌলব রাাত্রিঃ০৬ঃ৪ঃ২৬ দং ৫৮১১০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্ল দুপুর ৭ ০০ঃ০৬ঃ৩৭ দং ১৪ঃ১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০১ঃ০৬ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪ঃ২৩ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত।ঘটা বন্ধ ছিল পাখি দুটি। তারপরেই ষ্টাটে বিব্রাতি। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে,গত বৃহস্পতিবার সকালে একটি কাকাতুয়া খাচা থেকে বেরিয়ে ওড়ার চেষ্টা করে। বাড়ির সামনেই পুকুর। কাকাতুয়াটি উড়তে না পারায় বাড়ির সামনেই পুকুরে পড়ে যায়। সম্ভবত সেটা দেখতে পেয়েই ছুটে আসেন শ্রীরাম। কিছু না ভেবে জলে ঝাঁপ দেন। কাকাতুয়াটিকে ধরতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পুকুর থেকে কাকাতুয়াকে তুলতে গিয়ে জলে

ডুবে যান শ্রীরাম। সেখানে কেউ না থাকায় তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে নি। পরে বাড়ির লোকেরা চারিদিকে তার খোঁজ করেন। সেই সময় পুকুরে তার দেহ ভেসে ওঠে। তখনই দেখা যায় ওই কাকাতুয়াও আছে সেই জলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চন্দ্রকোণা থানার পুলিশ।৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবৃঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃঃপতিঃ১১৮৫১৩ (২৪) ৩ পদশ্লিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদক্বেঃ৫২০১ (১২) ৪ পদদঙ্গল বক্রিঃবৃহস্পতি বক্রিঃলগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৯ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫২ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৪ঃ১৬ পর্যন্ত।মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত।বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত।মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত।কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৪ঃ১৪ পর্যন্ত।সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৫৪ঃ৩৮ পর্যন্ত।কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫ঃ৪৭ পর্যন্ত।তুলা রাশি বিকাল ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত।শেষ রাশি শেষ রাাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাত্মা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪৩ সংখ্যা, রবিবার ২৭ পৌষ, ১৪৩১

পরীক্ষা পাশ শিল্পী মানবেন্দ্র

আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি। আপনাকে একটি খারাপ করে গাইতে হবে।” স্বয়ং ছবির পরিচালকের এমন কথায় আকাশ থেকে পড়েছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ‘দেয়া নেয়া’ ছবির গান। ‘দোলে দে দে দুল দোলে বুলনা।।’ তারই রেকর্ডিং-এর আগে রিহাঙ্গলা। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র আছেন। ইউনিটের অন্যরাও উপস্থিত। তারই ফাঁকে অমন বজ্রপাত। “মানে! কেনা? কী বলছেন আপনি!” পরিচালকের যুক্তি, “আসলে ছবিতে নায়ক (উত্তমকুমার) গান জানেন। তাঁর বন্ধু (তরুণকুমার) গাইতে পারেন না। গল্পে এমনই বলা আছে। নায়কের গানটা শ্যামলবাবুর (মিত্র)। আপনি গাইছেন বন্ধুর লিপে।” “তা বলে খারাপ করে গাইতে হবে! তা হলে আমাকে ডেকেছেন কেন? আমায় বরণ ছেড়ে দিন।” গম্ভীর হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন মানবেন্দ্র। তখনই নায়ক উত্তমকুমারের প্রবেশ। কনট্রোল রুমে বসেছিলেন এতক্ষণ। এ ঘরে সব কথাই তাঁর কানে গেছে। চুকেই বললেন, “মানব, তুই উঠিস না।” মানবেন্দ্রর মনের অবস্থাটা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন তিনি। আলাপ তো আর এক দিনের নয়। যখন তিনি চলচ্চিত্রেরই ধারেকাছে নেই, তখন থেকেই। চলিগঞ্জেব বাড়াল পাড়ায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে তবলা শিখতে যেতেন সে দিনের অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সে কত কাল আগে। সেই আলাপ আরওই জমে গিয়েছিল ‘সাড়ে ৭৪-’এ একসঙ্গে অভিনয় করায়। ইউনিটের লোকজনের দিকে তাকিয়ে উত্তম বললেন, “দেখুন, গল্পটা তো রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নয়। একটি বদলে নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। নায়কের বন্ধুকে গায়ক করতে দোষ কী! মানবকে আপনারা ডেকেছেন, ও তো চাইবে ওর একশো ভাগ দিতে। যেমন আমার কাছ থেকেও আপনারা আশা করেন। ওর মতো এক জন গায়ক খারাপ করে কী করে গাইবে?” এই কথায় কাজ হল। ভাগ্যিস! নইলে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা দ্বৈত সঙ্গীতের যে কী হত, কে জানে! সে-যাত্রায় বন্ধু উত্তম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার সেই বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েও এক বার সঙ্গীত পরিচালনার কাজ থেকে সরে আসেন মানবেন্দ্র। ‘ননপলাশীর পলাবলী’ ছবি করবেন উত্তমকুমার। সঙ্গীত পরিচালনার জন্য থাকলেও তাঁর ‘মানব’কে। প্রথম সিটিজে গিয়ে মানবেন্দ্র দেখেন, তিনি একা নন। শ্যামল মিত্র সহ আরও জনা তিন-চার সঙ্গীতকার রয়েছেন। সবাই মিলেই একই ছবিতে একসঙ্গে সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি মানবেন্দ্রর। সরে দাঁড়ান। “এত অ্যামেরিশ ব্যাপার আমার পোষাবে না।” অ্যামেরিচার পছন্দ নয়। গানের সঙ্গে তাঁর জড়িয়ে পড়ার মধ্যে অদ্ভুত সব কাতরতা। আর তার জন্যই বোধ হয় এমন বিচিত্র ভাবে প্রথম বার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ‘চাপাভাঙার বউ। কাহিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিত্রপরিচালক নিলিল দে নিজেই বললেন, “ছবিতে কাজ হতে পারে। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা দিতে হবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।” তত দিনে ঐশ্য-ব্যাকে অল্পবিত্তের নামধাম হয়েছে। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এ ছোট্ট একটি আহির ভৈরো আলাপ।

পরিচালক হৃষিকেশ

স্মৃতির পাতায় আন্তিবিলাস! সলিলের পকেটে ‘হাসি’-র চিঠি, কঁেদে ফেলেছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্রী জ্যোতি মাসভূতো দাদাদের সূত্রেই আলাপ সলিলের সঙ্গে। কেমন ছিল জীবনের সেই সোনালি দিনগুলি, অন্ধনশিল্পী জ্যোতি নিজেই জানিয়েছিলেন এক স্মৃতিকথায়। কেনও এক দুর্গাপূজার সময় ঘরোয়া স্মৃতিচারণে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন অতীতে। কিন্তু কোনও তিক্ততা নয়। ববীয়ানের কথায় বারে পড়েছে অতীতের সুন্দর মুহূর্তগুলিই। জানালেন, তিনি তখন ম্যট্রিক দেবেন। পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ায় অভিল্যায় প্রায়ই সলিলে আসতেন তাঁর কাছে। সেখানেই শুরু আলাপ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়ে। গাঢ় হয় আলাপ ও তার থেকে প্রেম। সলিল তখনও বাউভুলে শিল্পী। সব শুধু করেছেন কাজক্ষম। বাড়ির লোকের অমতইে তাঁকে বিয়ে করেন জ্যোতি। প্রকমে সংসার শুরু করেন কলকাতাতেই। সলিল তখন ব্যস্ত আইপিটিএ নিয়ে। জ্যোতিও যেতেন তাঁর সঙ্গে। সেখানেই তার আলাপ ঋত্বিক ঘটক, সুচিত্রা মিত্র, মৃণাল শেখ, উৎপল দত্তের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। জীবনের এই পর্বইে মুম্বই থেকে কাজের সুযোগ আসে সলিলের কাছে। বিমল রায়ের ‘দো বিখা জমিন’ ছবির কাজ। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পাওয়া মাইলফলক এই ছবির সুরকার ছিলেন তিনি কাজের সূত্রে মাঝে মাঝে সলিল মুম্বই গেলেও জ্যোতি থাকতেন কলকাতাতেই। সে সময়ের একটি মজার ঘটনার কথা বলেন তিনিশ্রবণ বর্ষের তারার স্মারি পোশাকের পরকেট একটি চিঠি পান। মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা সেই চিঠির নীচে ছিল জনৈকা ‘হাসি’-র নাম। দেখে তো আর্ট কলেজের ছাত্রী জ্যোতি কঁেদেই একশা। সলিলও খোলাস করলেন না স্পষ্ট করে। তার কয়েক দিন পর আর্ট কলেজে গরমের ছুটিতে জ্যোতি গিয়েছেন বর্ষে। বিমল রায়ের স্টুডিওতে অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই সলিল বললেন, ‘এসো এসো তোমার হাসিকে দেখবে এসো’। তাঁর সঙ্গে গিয়ে জ্যোতি দেখলেন দাঁড়িয়ে আছেন হারিকেশ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে পরিচালক হওয়া হারিকেশ ছিলেন সেই ছবিতে বিমল রায়ের সম্পাদক। আসলে তিনিই লিখেছিলেন সেই চিঠিহৃষিকেশের হ-এ খ ফলা লম্বা হয়ে আ-কারে পাল্টে গিয়েছিল। ফলে হাবি হয়ে গিয়েছিল হাষি। পরে মুম্বই-ই হয়ে ওঠে সলিলের মূল কর্মক্ষেত্র। ১৯৫৪ সালে স্বামীর সঙ্গে জ্যোতিও চলে পানি দেন মুম্বই। সেখানকার এবং কলকাতা থেকে যাওয়া শিল্পীদের কাছে তিনিই হয়ে ওঠেন অশ্বেয় বোদি। তাঁর বাড়িতে শিল্পীদের চারের হাট বসত। আড্ডা গল্পের মাঝে চলত ক্যাম খেলা। স্মৃতিচারণায় প্রবীণা জ্যোতি বলেছেন লতা এবং আশা দু’জনই খুব ভাল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



আলোকে আসার আহ্বান করতে হবে। তবেই আলো এসে উপস্থিত হবে। ঘরে লক্ষ্মীকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে। তবেই লক্ষ্মী

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী



স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির পূজারি ছিলেন। তিনি শক্তির আরাধনা করতেন। সেই কারণে তিনি যুব সমাজকে শক্তি অর্জন করার কথা বলতেন। আর তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন

সন্ন্যাস গ্রহণ করেও মনে প্রাণে স্বদেশপ্রেমী এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণাদাতা হিসাবে পরিচিত হন স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রকুমার শীল (স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার সিমলা অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম **বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বামী বিবেকানন্দ ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এর খুব সুখ্যাতি ছিল। কলকাতার এই কায়স্থ পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত দানশীল ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। ফলে স্বামী বিবেকানন্দ মাতার কাছ থেকে তিনি ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। মাতা তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে সেবার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করা সম্ভব। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। মাই ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম শিক্ষক। মায়ের শিক্ষা গ্রহণ করেই তিনি বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সেই শিক্ষাকে আরও বলিষ্ঠ করে স্বামী বিবেকানন্দকে উপযুক্ত করে তোলেন।)**

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করাটা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি বহন করে। এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গানের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “আনন্দমঠ”কে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বৈঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর তলায়। সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন রাসবিহারী বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকের কথা পুলিশ জানতে পেরেছিল। কিন্তু বৈঠক চলাকালীন পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। সারা ভারতজুড়ে যে সেনা অভিযান করা হবে তার পরিকল্পনা পুলিশ জানতে আগে পারেনি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করত ১৯১৪ সালেই। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছিলেন রাসবিহারী বোস থেকে শুরু করে গদর দলের সদস্যরা এবং সঙ্গে ছিলেন বাংলার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সেনা অভিযান যদি সফল হতো তাহলে ব্রিটিশ সরকারের ভারতে টিকে থাকাটা খুবই মুশকিল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে দলের একজন বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং সব তথ্য ইংরেজদের কাছে আগাম পৌছে দিয়েছিল। ইংরেজরা সেই সব তথ্য পেয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাদের গ্রেফতার করে। তার ফলে রাসবিহারী বোস দ্রুত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করে ‘ভারত ছাড়া’ করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১৫ সালে বাঘা যতীনের বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হল। বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন। ফলে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী শূন্যতা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে গণ আন্দোলন করতে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন। তাঁর সত্যাত্মহ এবং অহিংসা আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে থাকলো। ভারতের জনগণ বিপ্লবীদের সমর্থন করলেও তারা কিন্তু অস্ত্র ধরতে বেশ খানিকটা দ্বিধাম্বিত ছিল। তার ফলে বিপ্লবীদের প্রতি ভারতের জনগণের নৈতিক সমর্থন থাকলেও তারা রাস্তায় নেমে এসে বিপ্লবীদের সাহায্য করেনি। কিন্তু গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলন এবং সত্যাত্মহ আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে অস্ত্র ব্যবহারের কোনও কথা উল্লেখ ছিল না। গান্ধীজি ভারতের জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে অহিংসা আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনের থেকেও বেশি শক্তি ধারণ করে। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ জনগণ গান্ধীজির ডাকে সাড়া দেয়। গান্ধীজি কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করে তাঁর রচিত আন্দোলনকে সফল করতে শুরু করে দিলেন। কংগ্রেসের ছাত্তর তলায় থেকে গান্ধীজি তাঁর ডাঙি অভিযান থেকে শুরু করে লবন আন্দোলনকে সফল করতে তুলতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের সব সদস্যরা গান্ধীজির স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। গান্ধীজি আবার সেই সময়ে ভারতের শিল্পপতিদের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। স্বদেশি শিল্পপতিরা গান্ধীজিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তার মূল কারণ হচ্ছে গান্ধীজি গণজাগরণ তৈরি করে ফেলেছেন। সেই গণজাগরণের ফলস্বরূপ হতে শুরু করে দিয়েছিল স্বদেশি শিল্পপতিরা। বাংলার জমিদাররা বিপ্লবীদের

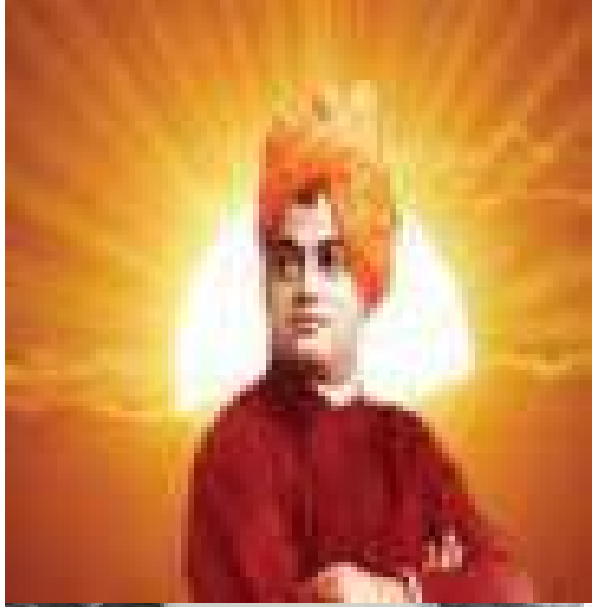
ভারতের বিজ্ঞান সাধনার পুরোধা ছিলেন আচার্য জগদীশ বোস এবং প্রফুল্ল রায়। সঙ্গে যুক্ত হলেন সত্যেন বোস

বিশেষ প্রতিবেদক
বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। নাহলে দেশ কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এই বোধটা কাজ করে গিয়েছিল সেই সময়ে বাংলার বিখ্যাত মনীষীদের। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞানীদের



জীবনী বাংলা ভাষায় রচনা করছেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি আবার বাংলায় চিকিৎসা শিক্ষার ওপরে জোর দিতে থাকেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলার চিকিৎসা বিভাগের পরীক্ষক হিসাবে কাজও করেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিজ্ঞান চর্চার ও পরে জোর দিয়েছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত সারা জীবন ধরে বিজ্ঞান চর্চা করে এসেছেন। বিজ্ঞান ছাড়া একটি দেশ কেনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না এই বোধটা কাজ করে গিয়েছিল ভগিনী নিবেতিদার মনে। সেই কারণে তিনি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী হিসাবে তুলে ধরতে তিনি বহু পরিশ্রম করেন। আচার্য প্রফুল্ল রায় স্বদেশি বিজ্ঞান চেতনাকে

গোপনে অর্থ সাহায্য দিত। আর গান্ধীজিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সেই সময়কার ভারতীয় শিল্পপতিরা। তারা আশা প্রকাশ করতো যে একদিন না একদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে। তখন ইংরেজ পরিচালিত শিল্পগুলি তাদের



অধীনে আসতে থাকবে। এমনকী ভারতের বরিক সভাগুলি তাদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকবে। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতায় পেড়ে উঠছিল না। ব্রিটিশ পরিচালিত শিল্প কলকারখানাগুলি যে উন্নতমানের শিল্প পণ্য উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছিল এবং তাদের বাজার চাহিদা এত বেশি ছিল যে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে টিকে কোম্পানি নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। ইম্পাতের প্রয়োজন বৃদ্ধি লাভ করছে। ইম্পাতের বাজার চাহিদা তুঙ্গে প্রতি বছরই দাঁড়া করছে। কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্পের ওপরে ভরসা করতে রাখতে পারছে না বিশ্বের জনগণ। চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে গোটা বিশ্ব শিল্প কলরাখানার ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে দিয়েছে। বিমান দ্রাবনাকে বেশি করে ভারতীয় শিল্পপতিরা প্রাধান্য দিতে শুরু করে।

গান্ধীজির চরকা কেটে কুটির শিল্পকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের ঘরে ঘরে একটি করে চরকা যাতে থাকে সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজি। সেই সময়ে তেত্রিশ কোটি জনগণ যদি একটি করে চরকা নিয়ে বস্ত্র নির্মাণ করে তাহলে বিদেশি বস্ত্র বাজারে মেলা ভার হয়ে দাঁড়াতে থাকবে। সেই রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজি। কুটির শিল্পের ও পরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। হস্তশিল্পের ও পরে

পণ্যকে ক্রয় করে থাকে। কারণ সেই পণ্য কেনা সমর্থ্য তাদের রয়েছে। সুতরাং গান্ধীজির হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্পের প্রতি অনুরাগ থাকলে তা কিন্তু বর্তমান বিশ্বের কাছে সৌখিন পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশি শিল্পপতির এখন আর হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখায় না। কারণ বর্তমান বিশ্বটা যান্ত্রিক বিশ্বে পরিণত। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবনা আগেই ভেবে রেখে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন অতীত কিন্তু কোনও সময়ে ফিরে আসে না। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময়ে প্রাকটিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বাস করতেন। ভাবাবেগ বিজ্ঞানকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। বাস্তব বিজ্ঞানের পক্ষে মাত দিয়ে গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার জন্য প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা। এর জন্য ভারতবাসীদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে শরীর চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে উৎসাহ দান করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ভারতের সমগ্র জনগণকে মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন- ‘বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।’ এই মন্ত্রকে পাঠ করে দেশসেবার নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। বাংলার বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের পথকে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতঃ
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একেবারে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একটি ব্যক্তি। তবে তিনি কোনও দিন নিজেই ধর্মগুরু বলে আখ্যায়িত করেননি বা তাদের চেষ্টা করেননি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কেখাও কোনও কালে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা দেননি। তিনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন মায়ের সেকব। মায়ের সেবা করতে তিনি এই ধরনীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণদেব বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিবেকানন্দ ভালো সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারতেন। তিনি শাস্ত্রীয় ভক্তি সঙ্গীত বা ভজন গাইতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারের কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার স্বামী বিবেকান্দ রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি আবার মা কালীর ভক্ত ছিলেন। তবে বিবেকানন্দ মা কালীর ভক্ত থাকলেও তিনি

ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যসৃষ্টি

শঙ্করলাল কর্মকার



বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী লিখেছেন কে? অনেকে বলবেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে একজন সাহিত্যিক আছেন তিনি একাই লিখেছেন ২৫০’র বেশী উপন্যাস, ১৫০০ র বেশী ছোট গল্প। তখনো। লেখালেখির এক জিদ তাঁকে আজীবন ডাঙিত করেছে। আত্মকথায় লিখেছিলেন, ‘ইস্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে এই তথ্য আর কেউ না জানুক আমার ঠাকুমা ভালোভাবেই জানতেন, এবং তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ঐ জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিল না।’ অন্য জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, ‘ ছোটবেলা থেকেই আমার অনুভূতির ব্যাকুলতা আমাকে ভাবিয়েছে যন্ত্রণা দিয়েছে আমাকে লিখিয়ে ছেড়েছে আমি লিখেছি মনের ভিতরে একটা আপোষনীর বিনোদ ছি়ল, তাকে যদি নারী মুক্তির পিপাসা বলতে হয়, তাহলে তাই। যদি কিছু বিশ্লেহণী চরিত্র সৃষ্টি করে থাকি, সেটা করেছি প্রতিবাদ করার মাধ্যম হিসাবেই।’ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাকে দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন। বাংলার সাহিত্যে আশাপূর্ণ দেবী একটি বিশেষ স্থান লাভ করে রয়েছে। বাংলায় উপন্যাস জগতে তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই সময়ে বহু পাঠকেরা মহিলাদের উপন্যাস বা গল্প পড়া খুব একটা পছন্দ করতো না। কিন্তু আশাপূর্ণ দেবীর লেখা উপন্যাস বহু পুরুষ পাঠকেরা বেশি করে পছন্দ করতো। তার একটিমাত্র কারণ বাংলার মহিলাদের অদমরহলে চেনা যায়। বাংলার অদমরহলে মহিলাদের মানসিক পরিচ. লাভ করা জন্য বহু পুরুষ পাঠকেরা তাঁর লেখা গল্প বা উপন্যাস পাঠ করতেন।

আবারও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান রুখলে বিএসএফ



ফুলের শহর
পাঁশকুড়ায় রাস্তা
নির্মাণ, শীতে
পর্যটকদের ঢল

উদ্ধার ১৪ কোজি
গাঁজা, গ্রেফতার ১

পথদুর্ঘটনায় মৃত ১

দুদিন আগের ঢলাই রাস্তা বেহাল, জালিয়াতি
দেখেই ঠিকাদারতে বেঁধে রাখার নিদান প্রধানের

মল্লরাজাদের নগরী বিষ্ণুপুর যেন প্রাচীন রোমান সভ্যতা



দু'হাজার অভিযোগে গ্রেপ্তার মাত্র ৩৫! তবু
ইউনুস সরকার বলছে, 'নির্যাতন বরদাস্ত নয়'

ল, জালিয়াতি
নিদান প্রধানের

মুগুপুৰ যেন ভ্যতা

দু'হাজার অভিযোগে গ্রেপ্তার মাত্র ৩৫! তবু
ইউনুস সরকার বলছে, 'নির্যাতন বরদাস্ত নয়'

বিল্ডিং-র উদ্বোধন



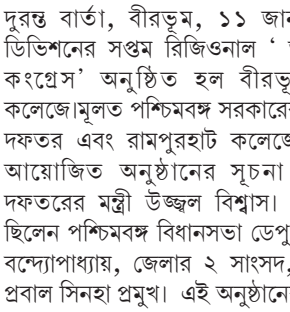
শিলিগুড়িতে
আয়োজিত হল
শিক্ষকদের নিয়ে
একটি কর্মশালা



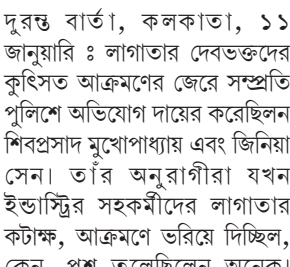
কাটাতারের
বেড়া দেওয়া
নিয়ে উত্তেজনা

৪ বাংলাদেশ
নাগরিক ও ভারতীয়
দালাল প্রেফতার

রামপুরহাট কলেজে উদ্ভাবনী ক্ষমতা
তুলে ধরলেন ছাত্র ছাত্রীরা



খ্যাতনামীদের সারাক্ষণ কটাক্ষের
শিকার হতে হয় : দেব



পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে লক্ষ্য
করে গুলি, নৈহাটিতে গ্রেপ্তার স্বামী

সোমবার থেকে সকাল ও সন্ধ্যার পিক আওয়ারে নোয়াপাড়া এবং কবি সুভাষের মধ্যে ১৪টি অতিরিক্ত পরিষেবা উপলব্ধ হবে

অসম্পূর্ণ সেতু নিয়ে আবারো প্রতিশ্রুতি ভাইস চেয়ারম্যানের

অশান্তির জেরে স্ত্রীকে লক্ষ্য নৈহাটিতে গ্রেপ্তার স্বামী

আবারো প্রতিশ্রুতি

দ্বীকে লক্ষ্য প্ৰাৰ স্বামী

ভাইস চেয়ারম্যানের

করলা নদীর উপর তৈরী পরিত্যক্ত
সৈকত চ্যাত্তাজী। এদিন জলপাইগুড়ি
স্বীকৃত করার কাজে বেরহন ঠিক সেই
সেতুও দেখতে যান এবং সেখানেই
জামান। থেকে এই সেতু লাল ফিতের
আমরা পুরসভার উদ্যোগে সেতুর দুই
দুই তার ব্যাবস্থা করা হবে। এতে দুই
উপকৃত হবেন বলে তিনি জানান।

খাওয়া-দাওয়া

হাঁসের নাগা রোস্টের রেসিপি

উপকরণঃ
বড় হাঁস ১টি, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁপেবাটা দেড় চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ২ টেবিল চামচ, ধনেগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ, শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ৩ টেবিল চামচ, বড় এলাচি ১টি, গরমমসলা কয়েকটি, কাবাবচিনি ৬-৫টি, জল ১ কাপ, বেরেস্তাবাটা ১ চা-চামচ, বাদামবাটা ১ চা-চামচ, গুঁড়া দূধ ২ টেবিল চামচ, জাফরান আধা চা-চামচ, জায়ফলগুঁড়া আধা চা-চামচ, জয়ত্রীগুঁড়া আধা চা-চামচ, নাগা মরিচ আশ্ত ১টি, থি ১ টেবিল চামচ, কেওড়াজল ১ টেবিল চামচ, গোটা কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, বেরেস্তা ২ টেবিল চামচ।



প্রণালিঃ
হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। সামান্য হলুদ মেখে আগুনে হালকা বলসে নিন। টক দই, আদাবাটা, রসুনবাটা, লাল মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, পেঁপেবাটা, জিরাগুঁড়া, ধনেগুঁড়া, লবণ ও টমেটো সস হাঁসে মেখে নিন। ৫-৬ ঘণ্টা রেখে দিন। এবার শর্ষের তেলে পেঁয়াজকুচি, বড় এলাচি, গরমমসলা কয়েকটি ও কাবাবচিনি ভেজে নিন। ম্যারিনেট

করা হাঁস দিয়ে কথান।

১৫ মিনিট পর ১ কাপ জল দিয়ে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট পর বেরেস্তাবাটা, বাদামবাটা, দূধ, জায়ফল জয়ত্রী গুঁড়া ও নাগা মরিচকুচি দিয়ে দিন।

হাঁস সেক্ষ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে থি, কেওড়াজল, গোটা কাঁচা মরিচ ও বেরেস্তা ছড়িয়ে কয়েক মিনিট দমে রেখে চুলা বন্ধ করে দিন।

হাঁসের ডিম কখনো এভাবে খেয়েছেন

উপকরণঃ
হাঁসের ডিম ৬টি, মেয়েনেজ ২ টেবিল চামচ, গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, শর্ষেগুঁড়া বা পেস্ট আধা চা-চামচ, লাল মরিচের গুঁড়া ব্রিঙ্ক।

প্রণালিঃ
হাঁসের ডিম সেক্ষ করে নিন। দুই ভাগ করে কুসুম আলাদা করুন। এবার কুসুমের সঙ্গে মেয়েনেজ, গোলমরিচগুঁড়া ও শর্ষেগুঁড়া বা পেস্ট মিশিয়ে নিন। কুসুমের খালি স্থানে ডিমের ভেতর এই মিশ্রণ দিন। চাইলে সামান্য লাল মরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে পরিবেশন করতে পারেন।



ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে হ্যারি-মেগান

লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রিন্স হ্যারি ও তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কেল। আর্চওয়েলে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে ঘরবাড়ি হাড়তে বাধা হওয়া লোকজনকে আশ্রয় দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিজেদের বাড়ির দরজাও খোলা রাখার কথা বলেছেন তাঁরা। হ্যালো ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রিন্স হ্যারি ও মেগান আর্চওয়েল ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তাঁরা নিজেদের পোশাক, শিশুদের নানা উপকরণসহ ত্রাণকার্যে উপযোগী নানা সরঞ্জাম দান করেছেন। এ ছাড়া খাবারের ব্যবস্থা করতে ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন নামের সংস্থার সঙ্গে কাজ করছেন। হ্যারি ও মেগান ডিউক অব সাবসেক্স ও ডাচেস অব সাবসেক্স হিসেবেও পরিচিত। ২০২০ সালে রাজকীয় জীবন ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি জমান হ্যারি-মেগান দম্পতি। তাঁরা ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেসিটো এলাকায় বসবাস করেন। সেখানে দাবানলের প্রভাব পড়েনি।



সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদে এসেছেন মালালা ইউসুফজা

ইসলামিক বিশ্বে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে আজ শনিবার পাকিস্তানে পৌঁছেছেন মালালা ইউসুফজাই। নিজ দেশে ফিরতে পারার অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে মালালা বলেছেন, তিনি ‘অভিভূত’। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে কাজ করেন শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী মালালা। ২০১২ সালে তিনি যখন স্কুলে পড়তেন, সে সময়ে পাকিস্তানের তালেবান জঙ্গিরা স্কুলবাসের ভেতরে তাঁকে গুলি করেছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মালালা নারীদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। প্রাণনাশের ঝুঁকি থাকায় ২০১২ সালের পর মালালা হাতে গোনা দু’একবার পাকিস্তানে গেছেন। শনিবার মাঝবারি সঙ্গে ইসলামাবাদের কনফারেন্সে আসার পর মালালা বলেন, ‘পাকিস্তানে ফিরতে পেরে আমি সত্যি সন্মানিত, অভিভূত ও আনন্দিত।’ ইসলামিক বিশ্বে নারীদের শিক্ষা নিয়ে দুই দিনব্যাপী ওই সম্মেলনে যোগ দিতে মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা পাকিস্তানে এসেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ শনিবার সকালে সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। স্কুলশিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ওই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে রোববার মালালার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, তিনি আফগানিস্তানে নারীশিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে চান। আফগানিস্তান বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে মেয়েশিশু ও নারীদের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের জন্য সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ। সম্মেলনে যাওয়ার আগে শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে মালালা লেখেন, ‘আমি মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকারের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলব এবং আফগানা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য তালেবান নেতাদের কীভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা যায়, সে বিষয়েও কথা বলব।’পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী খালিদ মকবুল সিদ্দিকি বলেছেন, তাঁরা আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান প্রশাসনকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তালেবান প্রশাসন কোনো জবাব দেয়নি।

পাকিস্তান তালেবান ও আফগান তালেবান দুটো ভিন্ন গ্রুপ। কিন্তু তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। দুই দলের বিশ্বাসও প্রায় এক। উভয়ই নারীশিক্ষাকে তাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করে।



ন্যাটোর সদস্যদের প্রতিরক্ষা ব্যয় ব্যাপকভাবে বাড়ানোর প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের



প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে দেশগুলোর জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন)

৫ শতাংশ করা উচিত। বর্তমানে ন্যাটো সদস্যদের জিডিপির ২ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ কোনো সদস্যদেশই এখন পর্যন্ত এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। ন্যাটো সদস্যদেশগুলোর কর্মকর্তারা বলেন, ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁরা একমত। তবে সেটি জিডিপির ৫ শতাংশ হবে না। এটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

গ্রিনল্যান্ড কী চায়

আর্কটিক অঞ্চলের দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেদে শুক্রবার বলেন, গ্রিনল্যান্ড আমেরিকান হতে চায় না। ডেনমার্কের অধীনেও যেতে আগ্রহী নয়। গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ করতে প্রয়োজনে সামরিক আর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের পর পর এ কথা বলেন গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে গ্রিনল্যান্ডের ‘মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ’ পাওয়ার অভিপ্রায়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। এর পর থেকে বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেদে বলেছিলেন, ‘গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়’। ডেনমার্কের

রাজধানী কোপেনহেগেনে গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে মিউট এগেদে বলেন, ‘গ্রিনল্যান্ড নিজের মানুষের (গ্রিনল্যান্ডিক) জন্য। আমরা ড্যানিশ হতে চাই না। আমেরিকানও হতে চাই না। আমরা গ্রিনল্যান্ডিক হতে চাই।’ মিউট এগেদে আরও বলেন, ‘স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমাদের নিজেদের বাড়ি

নিয়ে একটি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সবার এটার প্রতি সবার শ্রদ্ধা থাকা উচিত।’ ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মিতে ফ্রেডেরিকসেনের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলনে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এর অর্থ এটা নয়, আমরা সব ধরনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করব। ডেনমার্কের সঙ্গে সব সহযোগিতা, সব সম্পর্ক আগের মতো অটুট থাকবে।’ এ সময় ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতা ও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘোষণা নিয়ে চলমান বিতর্ক এটা প্রমাণ করে যে দ্বীপরাষ্ট্রটি নিয়ে বড় স্বার্থ রয়েছে। এসব ঘটনা গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের অনেকের মনে অনেক চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

গত মাসে ট্রাম্পের এক মন্তব্য গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিতর্ক নতুন করে উসকে দেয়। ডিসেম্বরে ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। গ্রিনল্যান্ডের দিকে নজর ট্রাম্পের এবারই প্রথম নয়। এর আগেও ২০১৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম মেয়াদের সময় গ্রিনল্যান্ডকে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

গত মাসে ট্রাম্পের এক মন্তব্য গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিতর্ক নতুন করে উসকে দেয়। ডিসেম্বরে ট্রাম্প

বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। গ্রিনল্যান্ডের দিকে নজর ট্রাম্পের এবারই প্রথম নয়। এর আগেও ২০১৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম মেয়াদের সময় গ্রিনল্যান্ডকে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

হরিয়ানায় পথ দুর্ঘটনায় পুরোহিতের মৃত্যু

হিসার, ১১ জানুয়ারিঃ শনিবার সকালে হরিয়ানায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে গীতা চকের কাছে। জানা গেছে , নিহত পুরোহিত প্রতি শনি-মঙ্গলবার মন্দিরে পূজো করতে যেতেন। এদিনও সকালে পুরোহিত তাঁর বাইকে করে মন্দিরে পূজো করতে যাওয়ার সময় গীতা চকের কাছে একটি গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর মৃত্যুর বখবর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফ্যাক্টচেকিং প্রোগ্রামগুলো অতিমাত্রায় সেন্সরশিপের দিকে ঝুঁকে পড়েছে



সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ফ্যাক্টচেকিং বা তথ্যের সত্যতা যাচাই বন্ধের ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি মেটার এ উদ্যোগকে ‘সত্যিই লজ্জাজনক’ বলেছেন। ফ্যাক্টচেকিং প্রোগ্রামগুলো অতিমাত্রায় সেন্সরশিপের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এমন অভিযোগ তুলে মেটার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম থেকে তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। জাকারবার্গ বলেন, পালো অল্টো কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় পক্ষের তথ্য যাচাই বন্ধ করে দিচ্ছে এবং ‘কমিউনিটি নোটস’ নামে পরিচিত একটি মডেলের অধীন সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে মিথ্যা তথ্য উমোচনের কাজটি হস্তান্তর করেছে। আরেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তথ্য যাচাইয়ে এ মডেল জনপ্রিয়। পালো অল্টো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ সাইবার সিকিউরিটি কোম্পানি। জাকারবার্গের ঘোষণাকে অনেকে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করার চেষ্টা বলছেন। ট্রাম্পভক্তরা অনেক দিন ধরেই অভিযোগ করছেন, প্রযুক্তির বিভিন্ন প্র্যাটিকর্মে ফ্যাক্টচেকিংয়ের নামে বাک্সবান্ধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় এবং ডানপন্থী কনটেণ্টের (আখের) প্রকাশ আটকে দেওয়া হয়। ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ট্রাম্প। গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকরা বাইডেনকে জাকারবার্গের ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, এটা খুবই লজ্জাজনক। সত্য বলা গুরুত্বপূর্ণ।’ তাদের এ পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত।’ মেটার কনটেন্ট সম্পাদনা নীতিমালায় পরিবর্তন আনার ঘোষণার দিন জাকারবার্গ বলেছিলেন, ফ্যাক্টচেকাররা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। এ ছাড়া ফ্যাক্টচেকাররা অতিমাত্রায় ভুল করছেন এবং সেন্সরশিপ আরোপ করছেন। তবে জাকারবার্গের এ অভিযোগকে মিথ্যা বলেছে আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টচেকিং নেটওয়ার্ক। জাকারবার্গের ঘোষণার দুই দিন পর গত বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টচেকিং নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে মেটার ফ্যাক্টচেকিং কার্যক্রম চালু আছে। এখন যদি মেটা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও তাদের এ ফ্যাক্টচেকিং কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে চায়, তবে এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। ফ্যাক্টচেকিং নেটওয়ার্ক আরও বলেছে, ‘এসব দেশের মধ্যে কয়েকটি দেশে ভূম্য তথ্য ছড়িয়ে পড়া অত্যন্ত ঝুঁকির। ফলে সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্বাচনে হস্তক্ষেপ, উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিংসতা ও গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।’

দুরন্ত বার্তা

Name Change
I, Vasundhara Dutta Sen (old name), daughter of Vivek Dutta, residing at 74/1, Sancharee Society, East Kolkata Township, Rajdanga Chakraborty Para, Kasba Kolkata- 700107 shall henceforth be known as Vasunddara V Dutaa (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025.That Vasunddara V Dutaa (new name) and Vasundhara Dutta Sen (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Md Irshad Alam (old name), son of Ashfaque Ahmad, residing at Dehmedan Malla, P.O.- Dakshin Gobindapur, P.S.- Barupur, Pin- 700145, West Bengal, India, shall henceforth be known as Irshad Alam (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Irshad Alam (new name) and Md Irshad Alam (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Vasunddara V Dutaa D/O Vivek Dutta, on behalf of my minor daughter Aurea Sen (old name), residing at 74/1, Sancharee Society, East Kolkata Township Rajdanga Chakraborty Para, Kasba Kolkata- 700107 West Bengal, INDIA, have changed my daughter name and she shall henceforth be known as Tejjaswini Sen (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 10/01/2025. Tejjaswini Sen (new name) and Aurea Sen (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammed Badruzaman (old name) son of Abdul Rahim, residing at 21/3, Ekbalpur Lane, P.S.- Ekbal pore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Jamshed (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 10/01/2025. Md Jamshed (new name) and Mohammed Badruzaman (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, SARMISTHA DATTA,W/O ANIMESH DATTA, R/O 91, R.B.SARANI, P.S-SERAMPORE, HOOGHLY-712201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARMISTHA DATTA SINHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2025, THAT SARMISTHA DATTA SINHA AND SARMISTHA DATTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,KAZI RAFIQUE ISLAM, S/O DAUD KAZI,R/O HARIPUR, KHALISADI BASIRHAT, PS-HAROA, PO-KHAL-ISADI, NORTH 24 PARGANAS, 743425, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAZI RAFIK ALI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2025, THAT KAZI RAFIQUE ISLAM AND KAZI RAFIK ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,TAPOS MANNA (OLD NAME),SON OF NABAKUMAR MANNA, RESIDING AT KESHABPUR,DOMJUR,HOWRAH - 711405, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAS MANNA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025.THAT TAPOS MANNA (OLD NAME) AND TAPAS MANNA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Tarun B Shah S/o Bhavesh Shah Residing at 8/1, Sarat Bose Road, Flat-9C, 9th Floor, P.o - Elgin Road, P.s - Ballygunge, District - Kolkata, Pin- 700020 West Bengal India shall henceforth be known as Tarun Shah. I declare that Tarun B Shah and Tarun Shah is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-01-2025.

Name Change
I,SK NOOR MAHAMMAD(OLD NAME), S/O LATE BAJET SK ALI @ SK BAJET ALI, RESIDING AT V113 & PO-BURI KHALPS-BAURIA, PIN-711310, DIST-HOWRAH, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NUR MAHAMMAD (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT HOWRAH ON 19/12/2024.SK NOOR MAHAMMAD (OLD NAME) AND SK NUR MAHAMMAD (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Manoj Kumar S/o Nopli Prasad Yadav resident of Panagarh Military Station, Panagarh, Dist-Paschim Bardhaman WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my daughter's actual name MANVIKA YADAV instead of SAMAYRA YADAV which is wrongly recorded in her birth certificate No. B/023/478184 Dist:28/04/2023, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Bardhaman on 08/01/2025. MANVIKA YADAV and SAMAYRA YADAV both are the same and one identical person.

Name Change
I, Sapna B Shah D/o Ashok Kumar Dagli Residing at 8/1, Sarat Bose Road, Flat-9C, 9th Floor, P.o - Elgin Road, P.s - Ballygunge, District - Kolkata, Pin- 700020 West Bengal India shall henceforth be known as Sapna Shah. I declare that Sapna B Shah and Sapna Shah is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-01-2025.

Name Change
I, Shamsad Begum D/o Late Dost Mohammad Residing at 3/4/18/11, Khalashitala Road, P.o+P.s - Hestings District - Kolkata, Pin- 700022 West Bengal India shall henceforth be known as Samshad Begum. I declare that Shamsad Begum and Samshad Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-01-2025.

Name Change
I, Nurnihar Begam (Old Name) D/o Motinul Haque Sekh Residing at Dignagar, Dignagar, Ausgram-I, District - Barddhaman, Pin- 731328 West Bengal India shall henceforth be known as Samsunehar Begum (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 10-01-2025. Nurnihar Begum (Old Name) and Samsunehar Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Yasin Mondal (old name), son of Fajlu Mondal, residing at Vill.- Andulputa, Rajendrapur, P.S.-Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743291, West Bengal, India, shall henceforth be known as Yachin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Yachin Mondal (new name) and Yasin Mondal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Fazlu Mondal (old name), son of Ahmmed Ali Mondal, residing at Vill.- Andulputa, Rajendrapur, P.S.-Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743291, West Bengal, India, shall henceforth be known as Fajlu Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Fajlu Mondal (new name) and Fazlu Mondal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Shubhanker Khastagir (old name), son of Ajay Khastgir, residing at H N-397, Ravi Nagar, Mughal Sarai, Chandauli, Uttar Pradesh- 232101, India, shall henceforth be known as Shubhanker Khastgir (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 10/01/2025. Shubhanker Khastgir (new name) and Shubhanker Khastagir (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, HANUMAN PRASAD MEENDRA,S/O Late SURAJ MALL MONDAL, RESIDING AT DEORALI MW SYARI ROAD, DEORALI, GANGTOK - 737102, SIKKIM, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HANUMAN PRASAD MUNDRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/01/2025. THAT HANUMAN PRASAD MEENDRA AND HANUMAN PRASAD MUNDRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.



দুধ চা ভালোবাসলে মনে রাখুন দিনে দুই কাপের বেশি খাওয়া যাবে না। এর চেয়ে বেশি দুধ চা খেলে শরীরে বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে রং চা বা গ্রিন টি এই দুই ধরনের চা তিন বা চার কাপ খেলে ক্ষতি নেই।

অতিরিক্ত চা খেলে যেসব সমস্যা হতে পারে

শরীরে অয়রনের শোষণমাত্রা কমে যায় মানসিক চাপ ও অস্থিরতা বাড়ে অনিদ্রার কারণ হতে পারে বমি বমি ভাব বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরা দেখা দিতে পারে হৃৎস্পন্দনের সমস্যা হতে পারে, হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে ট্রাই গ্লিসারাইড বেড়ে যায়

জেনে নিন কোন চা কত কাপ খাওয়া ভালো

গ্রিন টি
চাপাতাকে যত বেশি প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তার ক্যাটেকিন তত অকার্যকর হয়। গ্রিন টি তুলনামূলক কম প্রক্রিয়াজাত চা এবং স্বাস্থ্য উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। এটি শরীরের বাড়তি ওজন কমাতে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের জন্য রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। মেটাবলিজম বাড়ায়। শরীরে টক্সিনসিট দূর করতে সহায়তা করে। তাই গ্রিন টি দিনে ৩ থেকে ৪ বার খাওয়া যেতে পারে।

রং চা
রং চায়ে যদি চিনির পরিবর্তে এক টুকরা লেবু বা আদা যোগ করেন, তাহলে ২ থেকে ৩ কাপ খাওয়া

অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতাকে চিঠি বনগাঁ পৌরসভার প্রধানের

সমীর দাসঃ বাংলাদেশে এখন আরাজক পরিস্থিতি। ফলে অনেকটাই সম্ভ্রুত হয়ে ওপার বাংলা থেকেও বহু মানুষ নিরাপত্তার কারণে এপারে লুকিয়ে চুকে পড়ছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ করছে বাংলার পুলিশপ্রশাসন। কিন্তু সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) তা ঠেকাতে পারছে না। পুলিশের দৌলতে একের পর এক গ্রোফতার হয়েছে। আর তা নিয়ে এবার চিঠি লিখলেন বনগাঁ পুরসভার পৌরপ্রধান। বিএসএফকে নিয়ে ফ্লোড উগরে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন পৌরপ্রধান গোপাল শেঠ। একের পর এক বাংলাদেশের নাগরিক পাকড়াও হয়েছে পুলিশের মাধ্যমে। সেখানে সীমান্তে সক্ষম সুরক্ষা দিচ্ছে বিএসএফ? উঠছে প্রশ্ন। ফ্লোডে ফেটে পরেছেন সীমান্তের মানুষ। ওই সীমান্তে তারকটীর বেড়া না থাকার বড়ো সমস্যা রাজ্যের জমি আধুগ্রহণ। গোপালবাবুর দাবি, সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ হয়েছে চলছে। আর বিএসএফ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। বনগাঁ সীমান্ত লাগোয়া শহর হওয়ায় দ্রুত

এখানে চুকে গাঢ়াকা দিচ্ছে ওপার বাংলার নাগরিকরা। যার জেরে এখানে বাড়ছে অপরাধমূলক কাজকর্ম। বাংলাদেশে থেকে দুষ্কৃতীরা এখানে ঢুকতে সক্ষম হচ্ছে বিএসএফ নিষ্ক্রিয় বলে। সীমান্ত এলাকায় পর্যাণ্ড পরিমাণে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই।

প্রায় কুড়ি কিমি এলাকায় কীটাতারও নেই। পর্যাণ্ড পরিমাণ জওয়ানও নেই। সবটা মিলিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের প্রায় স্বর্ণ রাজ্যে এসেছেন। শনিবার মাঝবারি সঙ্গে ইসলামাবাদের কনফারেন্সে আসার পর মালালা বলেন, ‘পাকিস্তানে ফিরতে পেরে আমি সত্যি সন্মানিত, অভিভূত ও আনন্দিত।’ ইসলামিক বিশ্বে নারীদের শিক্ষা নিয়ে দুই দিনব্যাপী ওই সম্মেলনে যোগ দিতে মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা পাকিস্তানে এসেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ শনিবার সকালে সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। স্কুলশিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ওই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে রোববার মালালার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, তিনি আফগানিস্তানে নারীশিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে চান। আফগানিস্তান বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে মেয়েশিশু ও নারীদের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেওয়া হয় না। মেয়েদের জন্য সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ। সম্মেলনে যাওয়ার আগে শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে মালালা লেখেন, ‘আমি মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকারের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলব এবং আফগানা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য তালেবান নেতাদের কীভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা যায়, সে বিষয়েও কথা বলব।’পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী খালিদ মকবুল সিদ্দিকি বলেছেন, তাঁরা আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান প্রশাসনকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তালেবান প্রশাসন কোনো জবাব দেয়নি। পাকিস্তান তালেবান ও আফগান তালেবান দুটো ভিন্ন গ্রুপ। কিন্তু তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। দুই দলের বিশ্বাসও প্রায় এক। উভয়ই নারীশিক্ষাকে তাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী মনে করে।

লাতেহার, ১১ জানুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে লাতেহার জেলার বালুমাথ গনার অন্তর্গত বালুমাথ-খলারি প্রধান সড়কে বাসিয়া গ্রামের কাছে। জানা গেছে, দাদু ও নানি দুর্দলিার কবলে পড়েন। এই ঘটনায় দাদু প্রয়াগ যাদব (৬০) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রয়াগ যাদব এবং সুমিত যাদব একটি বাইকে করে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। ভাগিয়া গ্রামের কাছে দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাদের বাইকে ধাক্কা দেয়।



নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ভোটে জয়ী তৃণমূল

দূরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১১ জানুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির ডিরেক্টর নির্বাচনে ক্রস ভোটিংয়ে পরাস্ত হল বিজেপি। গত ৮ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের টাকাপুরা সমবায় সমিতির প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচন ছিল। সেখানে তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলই ২২ টি করে আসনে জয়ী হয়। শনিবার সমবায় সমিতির ডিরেক্টর পদে নির্বাচন ছিল। মোট আসন ১২টি। তার মধ্যে ১১টি আসনে ভোটাজুটি ছাড়াই তৃণমূল ৬ এবং বিজেপি ৫টি আসন জয়লাভ করেছিল। এদিন শুধুমাত্র একটি আসনে ভোট ছিল। সেখানে নির্বাচিত ৪৪ জন প্রতিনিধি ভোট দেন। তার মধ্যে তৃণমূলের ভূদেব খাটুয়া ২৫টি এবং বিজেপির তারাপদ খাটুয়া ১৯টি ভোট পান। অর্থাৎ প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচনে জয়ী বিজেপির ২২ জনের প্রত্যেকে এই নির্বাচনে তাদের প্রার্থী তারাপদ খাটুয়াকে ভোট দেননি। ক্রস ভোটিংয়ে জয়ী হন তৃণমূলের ভূদেব খাটুয়া। সমবায় সমিতির এই জয়ে নন্দীগ্রামে উচ্ছ্বাসিত তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

পাসপোর্ট এর জন্য জাল নথি ব্যবহার করে গ্রেফতার দুই

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ জানুয়ারি : পাসপোর্ট এর জন্য জাল নথি ব্যবহার করে গ্রেফতার হলো এক যুবক ও তার এক সহযোগী। জানা গিয়েছে তুদের নাম পবিত্র মন্ডল, বাড়ি কৃষ্ণদেবপুর রায় পাড়া। অপরজন মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম বাড়ি কালনার গোঘারা এলাকায়। জানা গেছে, ধৃত পবিত্র মন্ডল বেশ কয়েকবছর আগে বাংলাদেশ থেকে দালালের মারফত ভারতে ঢুকে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠেছিল। এখানে সে জাল ভাবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এমনকি জন্ম সার্টিফিকেটও তৈরি করেছিল। আর জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করতে সাহায্য করেছিল মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম। তার সাইবার ক্যাফে থেকেই সে সেটি করিয়েছিল। ধৃত যুবক পবিত্র তিনি জানিয়েছেন ডিসেম্বর মাসে সে বাংলাদেশে থাকা মা-বাবাদের ভারতে নিয়ে আসার জন্য জাল ডকুমেন্টস পত্র জমা দিয়ে, অনলাইনে পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করেন। আর সেখানে ডেরিফিকেশন করতে গিয়েই ধরা পড়ে পুরো বিষয়টি। এরপরই পবিত্র মন্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অন্যদিকে নিজের সাইবার ক্যাফে থেকে জাল বার্থ সার্টিফিকেট করায় এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য মোহাম্মদ আজহারুল ইসলামকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার কালনা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে কৃষ্ণদেবপুর এলাকায় সেই মামার বাড়িতে তাদের পরিচয় পবিত্র থাকছিল, তার মামা বিনয় সাধুও তার এই কুকীর্তির ব্যাপারে কিছুই জানতো না বলে দাবি করেছে সে।

পার্কিং জোন, নথিভুক্তহীন টোটেও বন্ধ সহ একাধিক পদক্ষেপ পৌরসভার

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : শহরে ৬০ টি পার্কিং জোন, নথিভুক্তহীন টোটে বন্ধ সহ একাধিক পদক্ষেপ জলপাইগুড়ি পৌরসভার। শনিবার জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে কোতয়ালী থানা মোড় এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন করেন পৌরসভার বিভিন্ন দফতরের কর্মী



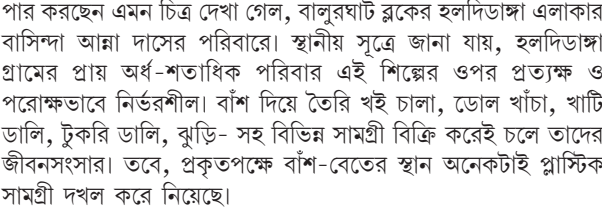
তৈরির কাজ করবে টা নয়, এত দিন অনেকের অভিযোগ ছিল পৌরসভা কি কাজ করে। এবার সরস্বতী পুজোর আগে শহরে ৬০ টি পার্কিং জোন তৈরি করার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন নেই এমন টোটে রিক্সার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে জলপাইগুড়ি পৌরসভা। অন্যদিকে, কয়েকমাস আগে নেশার ঔষুধ খাইয়ে টোটে নিয়ে চম্পট দেয় চোর। তারপরেই এনজেলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এনজেলির বাসিন্দা অবিনাশ মন্ডল। অভিযোগের ভিত্তিতে এনজেলি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অবশেষে শুক্রবার ডিএস কলোনী থেকে সেই চুরি যাওয়া টোটেটি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় প্রেক্ষতার করা হয় সূর্যসেন কলোনী এ ব্লকের বাসিন্দা সৌম্যে রাজ্যকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই এমন নেশা খাইয়ে টোটে চুরির ঘটনা ঘটিয়ে চলছে। এই ধরনের অসামাজিক কবাকাণ্ডে আরোও কে কে জড়িত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে এনজেলি থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

দুর্গাপুরে দূষণ রুখতে পরিবেশবান্ধব বাস চালু করবে এসবিএসটিসি

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১১ জানুয়ারি : শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব বাস চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন সংস্থা (এসবিএসটিসি)। শনিবার সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল জানান, প্রথম পর্যায়ে দুর্গাপুর - আসানসোল রুটে ১৫ টি সিএনজি বাস ও ২টি ইলেকট্রিক বাস চালু করা হবে। বাস চার্জিংয়ের জন্য দুর্গাপুরে পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। এসবিএসটিসি সূত্রে জানা গেছে, সংস্থার ৭০০ বাসের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬০টি পরিবেশবান্ধব বাস চালু হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও ৫০টি বাস যুক্ত হবে। পরিবেশবান্ধব এই বাসগুলো শহরের দূষণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরিষে্ব রক্ষায় সিএনজি ও বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। দুর্গাপুরের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য আমরা দ্রুত এই পরিষেবা শুরু করব। এই বাস পরিষেবা চালু হলে দুর্গাপুরের বাতাসের গুণগতমান উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত নভেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী, দুর্গাপুরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৩৬০ ছড়িয়েছিল, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পানাগ। বাজরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৪৫৩। শহরের বিভিন্ন কারখানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া এই দূষণের মূল কারণ বলে জানা গেছে।

এখনও চাহিদা কমেনি এই হাতে তৈরি খই চালনির

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১১ জানুয়ারি : অত্যধুনিক যুগে বাঁশের তৈরি মনমুগ্ধ বিভিন্ন জিনিসের জায়গা করে নিয়েছে স্বল্প দামের প্লাস্টিকের তৈরি পান। বাঁশের তৈরি বিভিন্ন পন্যের চাহিদা দিন দিন ক্রমশ কমই যাচ্ছে। তবুও সকাল থেকেই বাঁশ কাটা, বেত তোলা। আর সেই বেত দিয়ে খই চালনি তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন এমন চিত্র দেখা গেল, বালুরঘাট ব্লকের হলদিডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা আন্না দাসের পরিবারে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হলদিডাঙ্গা গ্রামের প্রায় অর্ধ-শতাধিক পরিবার এই শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাঁশ দিয়ে তৈরি খই চালা, ডোল খাঁচা, খাটি ডাসি, টুকরি ডালি, মুড়ি- সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করেই চলে তাদের জীবনসংসার। তবে, প্রকৃতপক্ষে বাঁশ-বেতের স্থান অনেকটাই প্লাস্টিক সামগ্রী দখল করে নিয়েছে।



দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১১ জানুয়ারি : দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা চালানোর অভিযোগের মাঝেরচড়া এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায় ধৃত দুষ্কৃতীর নাম সাঞ্জুর শেখা তার বাড়ি মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকায়। গোান সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম। এনএই জানালেন

বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুন! তদন্তে পুলিশ



দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জানুয়ারি : রাতে বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধ দম্পত্যিকে এলোপাখাটি ছুরির কোপা মৃত্যু বজ্রে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাহীন স্ত্রী। ঠিক একদিকে যখন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রীর নিরাপত্তা বাড়ানো হলো। তখনই ঘের প্রস্তের মুখে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। খুবের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে থোয়াশা। ধমথমে রয়েছে এলাকা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কুশলপুর গ্রামের এই ঘটনায়

আতঙ্কিত এলাকাবাসী। মতের

নাম জসীমউদ্দীন (৭০)। গুরুতর

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

চিকিৎসাহীন। স্থানীয় সূত্রে জানা

গেছে বৃদ্ধ এই দম্পত্যি বাড়ির

বারান্দায় ঘুমাছিলেন। গভীর

রাতে তাদের বাড়িতে দুষ্কৃতী

ঢুকে। ছুরি দিয়ে দুইজনকেই

একাধিকবার কোপানো হয়।

দম্পত্যের আর্ত চিৎকারে

প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। ততক্ষণে

চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। প্রতিবেশীরা

এসে রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধ

বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ দেখতে বাগডোগরায় রাজু বিস্তা

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ৬০ মাস। শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার নতুন টার্মিনাল ভবনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। তিনি জানান, ২০২৭ সালের মার্চ মাসে নতুন টার্মিনাল ভবনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধিকারিক ও নতুন টার্মিনালের কাজে নিযুক্ত এজেন্সির সঙ্গে বৈঠকও করেন রাজু । বৈঠকের পর বিমানবন্দরের কার্যকর্ম কোনে চলছে, তা স্মেনে । কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গের মতো করে এই নতুন টার্মিনাল ভবনে সাজিয়ে তোলা হবে। সাংসদ বলেন, ইতিমধ্যে নতুন টার্মিনাল ভবন ও বহুতল গাড়ি রাখার ব্যবস্থা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞতািসম্পন্ন

ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। ১০ শতাংশ কাজ হয়েছে।

২০২৭ সালের মার্চ মাসে নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের

কাজ শেষ করে যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এর

জেরে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মানুষেরা উপকৃত

হবেন। ১ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা অর্থানুকূলে নতুন

টার্মিনালে কাজ গত আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে।

নতুন টার্মিনাল ভবনটির আয়তন এক লক্ষ বর্গমিটার।

এর মধ্যে ৭০ হাজার বর্গমিটারের কাজ প্রথম দফায়

শেষ হবে। ফলে টার্মিনালে প্রতি ঘণ্টায় অন্ততপক্ষে ৬

হাজার ৮০০ যাত্রীর ধারণের স্থান থাকবে। শুধু তাই

নয়, নতুন টার্মিনাল ভবনে বহুতল গাড়ি রাখার জায়গা,

১০টি এয়ারোব্রিজ থাকবে। এর মধ্যে ছ’টি

এয়ারোব্রিজের কাজ প্রথম ধাপেই শেষ হবে। এ-৬২১,

বি-৭৬৭-এর মতো ১৬ টি ছোট বিমান রাখার ব্যবস্থা

থাকবে।

উত্তরবঙ্গে সরকারি বাস কমেছে ২৩৫টি! চরম বিপাকে নিত্যযাত্রীরা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ১৫ বছরের পুরোনো বাস চালানো যাবে না, নির্দেশ কেন্দ্রীয় গ্রীন টিউবুনালের। এরফলে গত ২ বছরে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ২৩৫ টি বাস সরকারি করতে হয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। অর্থাৎ এনবিএসটিসি এটি একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি অধিগৃহীত গণপরিবহন সংস্থা। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এই সংস্থাটি বাস চালিয়ে থাকে। এই সংস্থার মালিকানাধীনে বেশ কয়েকটি বাস ডিপো রয়েছে। শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার ডিপোতে গত ২ বছরে ২০ টি বাস বাতিল হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিপোতে বিভিন্ন রুটে মোট ৬১ টি বাস চলত। গত ২ বছরে বাসের সংখ্যা কমাতে ক্রমতে এখন মাত্র ৪১ টি বাস



রয়েছে। মাত্র এই ৪১ টি বাস বিভিন্ন রুটে চলে। বাস কমে যাওয়ায় ফলে চরম বিপাকের মধ্যে পরছেন রোজকার বাস যাত্রীরা। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। অনেক সময় গাড়ি না পেয়ে বেশি ভাড়া দিয়েই প্রাইভেট গাড়িতে যেতে হচ্ছে যাত্রীদের। উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন,

পিকনিক ফিরত মদ্যপ যুবকদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেপ্তার ৯

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি : একদল মদ্যপ পিকনিক ফিরত যুবকদের হামলার আক্রান্ত হলো দেওয়ানদীঘি থানার পুলিশ। আহত হন গঙ্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জি নামে পুলিশ কনস্টেবল। ঘটনা টি ঘটেছে শুক্রবার রাতে বর্ধমান-নবদ্বীপ রোডে বর্ধমান-২ ব্লকের কুড়মুন এলাকায়। এরজেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে ৯ জন যুবক কে গ্রেফতার করে দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ। এই ঘটনায় একটি ট্রাস্ট্রি, বড় জেনারোটার, চারটি ডিজে বক্স এবং ৪৫ টি মাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত ৯জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। তদন্তে স্বার্থে ৯ জনের নামে রবিন রায়, নানাতন ধারা,চিরণ রানা, চন্দন ধারা কে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। বিশারক তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় পিকনিক সেরে বাড়ি ফেরার পথে তারস্বরে ডিজে বক্স বাজিয়ে রাস্তায় মদ্যপ অবস্থায় উদ্দাম নাচগান করছিল একদল যুবক।

এর জেরে বর্ধমান-নবদ্বীপ যাওয়ার রাস্তায় কুডমুন হাসপাতাল মোড়ের কাছে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। দেওয়ানদীঘি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় যুবকদের রাস্তা থেকে সরে যেতে বলে। এতেই শুরু হয় তর্কতর্কি, তারপরই আক্রান্ত হয় এক পুলিশ কর্মী। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী বলেন, পিকনিক সেরে বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকজন যুবক রাস্তা আটকে ডিজে বাজিয়ে নাচানাচি করছিল। পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে সরাতে গেলে পুলিশ কে লক্ষ্য করে ইট - পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে যুবকেরা। এইসময় ইঁটের আঘাতে আহত হন দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ কনস্টেবল গঙ্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জি। তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকলে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ডিএসপি নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কুডমুন, ধানুই গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা ভাঙার অপরাধে ৯ জন মদ্যপ যুবক কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ডিজে বক্স, মাইক এবং ট্রাস্ট্রি।

নবদ্বীপে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১১ জানুয়ারি : দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরীর কারখানা চালানোর অভিযোগের মাঝেরচড়া এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায় ধৃত দুষ্কৃতীর নাম সাঞ্জুর শেখা তার বাড়ি মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকায়। গোান সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম। এনএই জানালেন



কৃষ্ণগণ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রাণীণ উত্তম কুমার ঘোষ। শনিবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ থানায় ডিএসপি ডিএন্ড টি এম রহমান ও নবদ্বীপ থানার আরক্ষা

আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারিকে পাশে নিয়ে কৃষ্ণগণ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রাণীণ উত্তম কুমার ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে

দম্পত্যিকে উদ্ধার করে। নিয়ে যাওয়া হয় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে মৃত্যু হয় জসীমউদ্দীনের। স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার করা হয়েছে। পুরনো কোন শত্রুতা। নাকি আর্থিক লেনদেন। খুবের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে থোয়াশা। প্রসঙ্গত মালদায় তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকারের হত্যাকাণ্ডের পর হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বাড়িতে পুলিশ নিরাপত্তা বাড়ানো হলো যেদিন ঠিক সেই রাতেই প্রস্তের মুখে পড়লো সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। এদিকে এদিন তাজমুল হোসেন ওই এলাকায় যান। যদিও স্থানীয়দের আশঙ্কা তার জামাইয়ের সঙ্গে বিবাদ ছিল। সেই কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের কোন্দলে মন্ত্রী নিরাপত্তা বাড়ছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীন।

স্থানীয় বাসিন্দা তৈমুর রহমান বলেন, ওর জামাই এর সঙ্গে বিবাদ ছিল। প্রেম-ভালোবাসি বিষয়ে হয়েছিল। মেয়েকে অত্যাচার করত। এই কথা আমাদের বলেছিল। আরেক স্থানীয় মোহাম্মদ নাসিম জানান, রাতে ভলিবল খেলে আমরা বাড়ি ঢুকেছিলাম। শীতের রাত সবাই ঘুমিয়ে গেছিলাম। হঠাৎ চিৎকারের আওয়াজ পেয়েছি। গিয়ে দেখতে পাই এরকম ঘটনা। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের বক্তব্য, জমি বিবাদ এর কারণে এই খুন হতে পারে। পুলিশ তদন্ত করছে। দ্রুত দোষীদের ধরে কঠোর শাস্তি দেবে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য রুশেশ আগরওয়াল এর অভিযোগ, তৃণমূল নিজেদের মধ্যে মারামারি করে বরছে। তাই ওদের নেতাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে পুলিশ। এদিকে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীন। দুষ্কৃতী সৌরাষ্য বাড়ছে।

ড্রেন ঢালাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তি, মৃত্যু দাদার

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ জানুয়ারি : বাড়ির পাশ দিয়ে জল যাওয়ার জন্য ড্রেন ঢালাকে কেন্দ্র করে দাা এবং ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি। এরপরই দাদাকে মারধর ঘটনার জেরে মৃত্যু হল দাদার। মৃত ওই ব্যক্তির নাম তাজকানা দুলভ। তার বাড়ি নাদনঘাটের দীর্ঘপাড়া এলাকায়। ঘটনায় ও জনকে প্রেক্ষতার করেছে নাদনঘাট থানার পুলিশ। জানা গেছে ঘটনাটি গতকাল বিকেলে নাদনঘাট থানার অন্তর্গত দীর্ঘপাড়া এলাকায় ঘটে। এদিন শনিবার মৃত ওই ব্যক্তির স্ত্রী তিনি জানান, তার মেজ দেওর এবং তার স্বামীর পৈত্রিক সম্পত্তি রয়েছে। দুজনার জায়গার মাঝখান দিয়েই একটি জায়গায় ড্রেন তৈরিকে কেন্দ্র করে, গতকাল বিকলে দাদা ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা বাঁধে, আর যার জেরে ভাই দাদাকে মারধর করে। অসুস্থ অবস্থায় তাকে মস্তশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গতকাল রাতেই নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পরই মৃত তারকানা দুলভের মেয়ে মৌমিতা দুলভ প্রামানিক, কাকা সহ আরো দুজনের বিরুদ্ধে নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনায় ধনঞ্জয় দুলভ, গোবিন্দ দুলভ এবং কালাচাঁদ দুলভকে প্রেক্ষতার করে শনিবার কালনা মহকুমা আদালতে পাঠায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

ঢলাই রাস্তা নির্মাণের শুভ শিলান্যাস

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রতুঘা-২ ব্লকের শ্রীপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর আমিনুল এর বাড়ি থেকে নিকার্ষি বিল পর্যন্ত প্রায় ১.৬০০ মিলিৱ চলাই রাস্তা চাঁচল-২ ব্লকের মালতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানঘরাটা দুর্গা মন্দির থেকে ভক্ত ওরাও এর বাড়ি পর্যন্ত, পাড়া দৈর্ঘ্য প্রায় - ৭০০ মি. প্রস্থ - ৩.৭৫ মি. প্রায় ৭০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ঢলাই রাস্তা নির্মাণের শুভ শিলান্যাস করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্স সহ জনপ্রতিনিধিরা। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলে এলাকাবাসীর আর এই দাবি পূরণের জন্য গ্রামবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শেষ মুহুর্তে নজরকাড়া ভিড় ১৯ তম ডুয়ার্স উৎসবে

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার ১৯ তম ডুয়ার্স উৎসবের প্রায় শেষ লগ্ন দুই তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার শহরের প্রাণকেন্দ্র প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রতিবারে মতো এবছরও মহা আরমবরের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ১৯তম উৎসব। ডুয়ার্স উৎসব আলিপুরদুয়ারের অগণিত উৎসব দরদী মানুষ এই প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে সন্ধ্যা হতে হতেই পৌঁছে যায় উসব প্রাঙ্গনে। আটশোর বেশি দোকান বসেছে এখানে নানা রকমারি জিনিসের সস্তার কোথাও মনিহারি কোথাও বা জমাকাপড় নিয়ে বসেছে ব্যাপারীরা, তারি সাপেরেছে হরেক রকম খাবারের পসরা কারি সাথে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে। নাগরলোা রয়েছে মরণ কুপ। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মনিহারি জিনিসের দোকান। তারই সাথে। শিশু মঞ্চ। লোক মঞ্চ। ও মূল মঞ্চে চলছে মনোহ্র অনুষ্ঠান। হাজার হাজার শিশু অংশগ্রহণ করেছে শিশু মঞ্চে। প্রায় ২৬ টি জনজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরছে লোকমঞ্চে। আর কলকাতা। আসাম এবং বঙ্গে শহর বিভিন্ন শহর থেকে এসেছে গাইয়ে শিল্পীরা সব মিলিয়ে জমজমাট এবারের ডুয়ার্স উৎসব।

দ্বিতীয় বর্ষ শিশু ও কিশোর উৎসব জমে উঠলো

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জানুয়ারি : হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনান থানার বাঙ্গাল পুর মহিলা বিকাশের প্রাঙ্গণে, দ্বিতীয় বর্ষ শিশু ও কিশোর উৎসব জমে উঠলো। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ডঃ মানব সেন মেমোরিয়াল সেন্ট্র হেল্প স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে ও মহিলা বিকাশের ব্যবস্থাপনা এদিন শনিবার ১১ জানুয়ারি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নানান ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা সচেতনতা সাংস্কৃতিক সামাজিক সেবা প্রদানের আয়োজন করা হয় বলে জানান শুভাকাঙ্ক্ষী সমাজকর্মী বিপ্লব ঘোষ আমাদের প্রতিনিধিকে। অনুষ্ঠান সময়সূচিতে ছিল ডঃ মানব সেনের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, উদ্বোধনী সঙ্গীত, আলোচনা, নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, যোগব্যায়াম, নাটক, দেওয়াল পত্রিকা কথাকালি চিত্র, হস্তশিল্প, মডেল, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা জানান শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমাজকর্মী গোপাল ঘোষ। পত্রিকায় দশজনের লেখা ও বেসকয়েকটি সূদৃশ্য চিত্র স্থান করে নিয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঋষিতা মাউ। স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন পর্যায়ক্রমে ডঃ মানব সেনের পরিবারের সদস্যরা তাদের মধ্যে রথীন সেনগুপ্ত, চেতালী সেনগুপ্ত, অশোক সেন, সুতপা সেন, সৃজিত দত্ত, কজ্জোল সরকার এছাড়াও সমাজের বহু বিশিষ্ট জনেরা তাঁরা হলেন পার্শ সাধ্বি রায়, ডাঃ সৌরেন্দ্র শেখর বিশ্বাস, রঞ্জিত রাউত সহ আরো অনেকে। উ ভাষিতা সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনিন্দিতা মণ্ডল। গোপালবাবু সবিস্থান্তে বর্ণনা করেন ডঃ মানব সেনের স্বায়্বজীবনী থেকে ও তার পরিবারের সদস্যরা।

দূরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সুকমা এবং খড়িবাড়ি থানার বৌধ অভিযানে

সিম বক্স সহ এক নেপালি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম যজ্ঞ নিধি পাঠক, (৪৪), নেপালের ইলাম জেলার সুলুং-এর বাসিন্দা। ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় তদন্তের সময়, পুলিশ একটি স্মরণিও ভিতর সিম বক্স, একটি রাউটার, একটি ফোন, নেপাল ও ভারতের সিম কার্ড, ভারতীয় পরিচয়পত্র এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সিম বক্স বিক্রির উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করেতেই গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় সিম বক্স। সিম বক্স জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কল করতে ব্যবহার করা হয়, তাদের ট্রেস করা কঠিন । এবং এটি স্মার্টফোন, চোরাকারবারি এবং সাইবার ঠগ ধারাও ব্যবহৃত হয়। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিম বক্স সহ নেপালি নাগরিক গ্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সুকমা এবং খড়িবাড়ি থানার বৌধ অভিযানে সিম বক্স সহ এক নেপালি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম যজ্ঞ নিধি পাঠক, (৪৪), নেপালের ইলাম জেলার সুলুং-এর বাসিন্দা। ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় তদন্তের সময়, পুলিশ একটি স্মরণিও ভিতর সিম বক্স, একটি রাউটার, একটি ফোন, নেপাল ও ভারতের সিম কার্ড, ভারতীয় পরিচয়পত্র এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সিম বক্স বিক্রির উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করেতেই গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় সিম বক্স। সিম বক্স জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কল করতে ব্যবহার করা হয়, তাদের ট্রেস করা কঠিন । এবং এটি স্মার্টফোন, চোরাকারবারি এবং সাইবার ঠগ ধারাও ব্যবহৃত হয়। ধৃতকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 10/2024-2025(3 rd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 11/2024-2025(2 nd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 13/2024-2025(2 nd Call)
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 11/01/2025 From 6.30 pm up to 18/01/2025 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid (online) 18/01/2025 up to 06.30 pm. Date of opening of Tender on 21/01/2025 from 11.00 pm. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtdender.gov.in.
Sd/- Prodhan
Chingani Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYAN PANCHAYAT Samity
Udaynarayanpur,

মরা ম্যাচে বড় জয় শ্রীলঙ্কার



১১ জানুয়ারি : ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় হার কত রানের, দলটির সর্বনিম্ন স্কোরই বা কত-এ সব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২৯১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে কোনো দলই ২১ রানে ৫ উইকেট হারালে সেটিই হওয়ার কথা। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে শেষ পর্যন্ত রেকর্ড হয়নি। সিরিজের শেষ ম্যাচে ১৫০ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ড হেরেছে ১৪০ রানে। ওয়ানডেতে এর চেয়েও বেশি রানে ১৭টি ম্যাচ হেরেছে কিউইরা। তবে শ্রীলঙ্কার কাছে এর চেয়ে বেশি ব্যবধানে মাত্র একবারই হেরেছে দলটি। ১৮৯ রানের সেই হারটি ২০০৭ সালে এই অকল্যান্ডেই। সে দিন সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ২৬২ রান তাড়া করতে নেমে ৭৬ রানে অলআউট হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ওয়ানডেতে যেটি তাঁদের ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন ও সব মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর।

প্রথম দুই ম্যাচ জিতেই নিউজিল্যান্ড সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলেছিল। তাই আজকের ম্যাচটি ছিল দলটির জন্য নিছকই আনুষ্ঠানিকতার। সেই ম্যাচে লঙ্কার হাত থেকে বাঁচায় নিউজিল্যান্ড নিশ্চিত মার্ক চ্যাপম্যানকে ধন্যবাদ দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ১৫০ রানের মধ্যে ৮১-তো করেছেন ওয়ানডাউনে নামা এই ব্যাটসম্যান। দ্বিতীয় ওভারে ওপেনার উইল ইয়াংয়ের বিপরীতে পর উইকেটে যাওয়া চ্যাপম্যান ফিরেছেন শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে ৬০তম ওভারে। মহীশ তিকশানার তৃতীয় শিকার হওয়ার আগে ১০ চার ও ১৫ ছক্কায় সাজিয়েছেন ৮১ বলের ইনিস্টিংকে। নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে এটি তার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংস। চ্যাপম্যান ছাড়া নিউজিল্যান্ডের ব্যাটস্ক্রমের প্রথম ছয়ের বাকি পাঁচজন মিলে করেছেন মোটে ৬ রান। ওপেনার ইয়াং, উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান টম ল্যাথাম ও অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস ফেরেন শূন্য রানে। আরেক ওপেনার রার্টন রবীন্দ্র ১ ও চারে নামা ডার্লিন মিচেল করেছেন ২ রান।

সাতে নামা মাইকেল ব্রেসওয়েল যখন ফিরলেন নিউজিল্যান্ডের শেষে ৪৮-৬। চ্যাপম্যান এরপর অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারকে নিয়ে সপ্তম উইকেটে যোগ করেন ২৯ রান। যে জুটিতে স্যান্টনারের অবদান মাত্র ২ রান। চ্যাপম্যানের বিদায়ের পর নাথান স্মিথকে নিয়ে ৫১ রানের জুটি গড়েন চ্যাপম্যান। ১৭ রান করা স্মিথের পর নামা ম্যাচ হেনরি ৬ বলে করেন ১২ রান। শ্রীলঙ্কার তিন বোলার আসিতা ফার্নান্দো, মহীশ তিকশানা ও ঈশান মালিন্দা ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন। তবে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ৫ উইকেটের ৩টিই তুলে নেওয়া পেনার আসিতার হাতেই উঠেছে ম্যাচসেবার পুরস্কার। এর আগে ৮ উইকেটে ২৯০ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। ৪২ বলে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেছেন পাতুম নিশান্কা। ৫টি ছক্কা ও ৬টি চার মেরেছেন এই ওপেনার। এ ছাড়া ফিকিট পেয়েছেন কুশল মেন্ডিস (৪৮ বলে ৫৪) ও জানিত লিয়ানাগে (৫২ বলে ৫৩)। ৪ রানের জন্য ফিফটি পাননি কামিন্দু মেন্ডিস। নিউজিল্যান্ডের পেনার ম্যাট হেনরি ৫৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হেনরি।

বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে অঘটন ঘটালো মহামেডান

মহামেডান ১ (কাসিমড) বেঙ্গালুরু ০ ১১ জানুয়ারি : ১১ ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল মহামেডান। টানা ডিফেন্স করেও কীভাবে বাজিমাতে করতে হয়, তা দেখিয়ে দিল সাপা-কালো ত্রিগেডা কাসিমডের দুরন্ত ফ্রি-কিকে ১-০ গোলে হারল বেঙ্গালুরু। আর তাতে ডার্বির আগে সুবিধা হল মোহনবাগানেরও। বেঙ্গালুরুতে ম্যাচের শুরু থেকেই রাশ ছিল সুনীল ছেত্রীদের হাতে। ম্যাচের দুর্নিশিট থেকেই মহামেডানের গোলের মুখে বিপদ তৈরি করছিলেন পেরেরা দিয়াজরা। পরিস্থিতি এমন হয়ে যায়, যে কতক্ষণে গোলে খেয়ে যায় সেটারই অপেক্ষা ছিল। সেটা যে হল না, তার প্রধান কারণ ওগিয়েরের লড়াকু রক্ষণ। গোললাইন থেকে বলও বাঁচান তিনি। অবশ্য তার ভুলে আত্মঘাতী গোলেও কখনও-বা পরিত্রাতা হয়ে উঠল পদম ছেত্রীর হাত। রায়ান উইলিয়ামস থেকে নগুয়েরা, মাঝমাঠে পাসের ফুলঝুড়ি ফোটাতেও গোলের মুখ খুলতে ব্যর্থ। উলটে গোলের সুযোগ এসেছিল মহামেডানের সামনে। গুরুপ্রীত সিং সান্দুর ভুল পাস থেকে গোলে করতে পারতেন আলেক্সিজ গোমেজ। কিন্তু বেঙ্গালুরু গোলকিপারকে একা পেয়েও জালে বল জড়াতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা ছিল একই রকম। মহামেডানের গোলমুখে মুহূর্ত্ত আক্রমণ এবং ওগিয়েরদের মরিয়া রক্ষণ। কিন্তু নাটক তোলা ছিল ৯০ মিনিটের জন্য। স্কোরের বাইরে থেকে অনবদ্য ফ্রি-কিকে গোলে করলেন মহামেডানের কাসিমড। জয়ের ছুঁতেও গোল রুখতে পারেননি গুরুপ্রীত। আইএসএলে এই দ্বিতীয় জয় পেল মহামেডান। আর টানা ১১ ম্যাচ পরে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল মহামেডান। কান্তিরাত্নাথ যখন চেরনিশনের ছেলেরা জয়ের আনন্দে মত্ত, তখন হাসি ফুটল গুয়াহাটিতে মোহনবাগানের মুখেও। লিগ শীর্ষে ওঠার প্রতিদ্বন্দ্বি বেঙ্গালুরু ১৫ ম্যাচে আটকে রইল ২৭ পয়েন্টে।

ফাইনালে কেউ ফেভারিট নয় : কার্লো আনচেলত্তি

১১ জানুয়ারি : মায়োকর্কে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ ফুটবলের ফাইনালে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ। শুক্রবার (১০ জানুয়ারি) রাতে সৌদি আরবে স্প্যানিশ সুপার কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মায়োকর্কে ৬-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল। আগামী ১৬ জানুয়ারি ফাইনালে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। মৌসুমের দ্বিতীয় এল ক্লাসিকোতে মাঠে নামার আগে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, এই ফাইনালে কেউই ফেভারিট নয়। তিনি বলেন, ‘ বিপক্ষে ম্যাচটা কেমন হবে সেটা বলা কঠিন। লড়াইটা হডডাছাড়াই হবে এটা নিশ্চিত। দুই দলই মানসম্মত ফুটবল খেলবে। আমরা অবশ্যই বার্সেলোনার চেয়ে ভালোভাবে শেখ করতে চাইব।’ সুপার কাপে রেকর্ড ১৪ বার শিরোপা জিতেছে বার্সা। রিয়াল জিতেছে ১৬ বার। মায়োকর্ক বিপক্ষে ম্যাচের ভুল পেছনে ফেলে ফাইনাল জিতে বার্সাকে ছুঁতে চান আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘ খুব ভালোভাবে ম্যাচটা শুরু করেছিলাম। তবে সময়ের সাথে কঠিন হয়ে উঠেছে। তাদের রক্ষণটা দুর্বল ছিল। আমাদের অনেকবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে। আশা করি সামনের ম্যাচে আমরা আরও ভালো খেলেই শিরোপা জিতব।’

রাহুলকে ম্যাচ প্র্যাকটিস করার নির্দেশ দিল বোর্ড!

১১ জানুয়ারি : কে এল রাহুলের ছুটি বাতিল করে দিল বোর্ড। সূত্রের খবর, গোটা ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছুটি চেয়েছিলেন তারকা ব্যাটার। প্রথমে নাকি রাজি হয়ে গিয়েছিল বোর্ড। কিন্তু পরে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলতেই হবে রাহুলকে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত। আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবেন সূর্যকুমার যাদব। তারপর ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দুটি সিরিজ থেকেই সরে দাঁতেন চেয়েছিলেন রাহুল। তবে নির্বাচকদের জাননা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে চান তিনি। উল্লেখ্য, চলতি মাসেই বিদা হতে চলেছেন রাহুল। সম্ভবত সেই কারণেই হয়তো ছুটি চেয়েছিলেন তারকা ক্রিকেটার। প্রথমে রাহুলের ছুটির আবেদন মঞ্জুর করেছিল বোর্ড। কিন্তু পরে নাকি সিদ্ধান্ত বদল করেছে অজিত আগারকরকে নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কর্মীরা রাহুলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘরের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে তাকে খেলতে হবে। যেহেতু সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে, তার আগে ক্রিকেটদের পর ম্যাচ প্র্যাকটিসের প্রয়োজন। বোর্ড সূত্রে খবর, উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসাবে ঋষভ পণ্ড বা সঞ্জু সামসনের থেকেও রাহুলকে এগিয়ে রাখবেন নির্বাচকরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাকে রেখেই হয়তো প্রথম একাদশ সাজানোর কথা ভারত ছি ম্যানেজমেন্ট। সবদামাধাম সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, টি-২০তে জাতীয় দলের ভাবনায় রাহুল সেভাবে নেই। কিন্তু ওয়ানডেতে এখনও জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেন রাহুল। তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ম্যাচ প্র্যাকটিস দেওয়ার জন্যই রাহুলের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে মাথায় ভেঙে পড়ল ব্যাট

১১ জানুয়ারি : মরতে গেলেন ছয়া। বল বাউন্ডারির বাইরে তো গেলই না। লস্টে আহত হলেন নিজেই। কীভাবে? ব্যাট ভেঙে। হ্যাঁ, এরকমই ঘটল ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে। এই আজব পরিস্থিতি দেখে হাসির রোল নেটদুনিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থাভারের অধিনায়ক ওয়ার্নার। এদিন তাঁদের ম্যাচ ছিল হোবার্ট হারিকেনের সঙ্গে। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামেন ওয়ার্নাররা। অধিনায়কের মতো ইনিংসও খেলেন তিনি। ৬৬ বলে ৮৮ রান করেন। তার শুরুতেই

অদ্ভুত বিপত্তি। প্রথম ওভারে বল করতে আসেন রাইলি মেরেডিথা। চতুর্থ বলে শট চালাতে যান ওয়ার্নার। কিন্তু তাতে চার বা ছয় হয়নি। উলটে ব্যাট ভেঙে যেতে যায়। ক্রিকেট মাঠে শট মারতে গিয়ে ব্যাট ভাঙার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে ওয়ার্নারের শুধু ব্যাট ভাঙেনি, সেই ভাঙা অংশ ঘুরে এসে ওয়ার্নারের মাথাতেই পড়ে। আচমকা মাথায় ব্যাট এসে পড়ায় চমকে যান

তিনি। তবে হেলমেট থাকায় গুরুতর চোট লাগেনি। তারপর



নতুন ব্যাটে অবশ্য দাপটের সঙ্গে খেলেন প্রাক্তন অজি ব্যাটার। যদিও

আক্রমণভাগকে কি আবারও দেখা যেতে পারে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও নেইমাকে

১১ জানুয়ারি : মেসি ও সুয়ারেজ একসঙ্গেই খেলছেন। ইন্টার মায়ামির আক্রমণভাগে জুটি বেঁধেছেন দুজন। বাদ রয়েছেন শুধু নেইমার। সৌদি আরব ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে উডাল দিয়ে তার কি সাবেক দুই ক্লাব সতীর্থের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে? উত্তরটা শুনুন নেইমারের মুখেই, ‘ জানে। ফুটবল তো বিশ্বম্য়ে ভরপুর।’ সম্প্রতি শ্রোব সকার অ্যাওয়ার্ড প্রেয়ার কারিয়ার অ্যাওয়ার্ড জেতেন নেইমার। তারপর সিএনএন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন এ কথা। তবে ‘ নামের সেই ত্রিফলা আক্রমণ ফিরিয়ে আনা নিয়ে নেইমার শুরুতে বা বলেছেন, সেসব শুনলেই মেসি, সুয়ারেজ ও ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সমর্থকেরা আশাবাদী হয়ে উঠতেই পারেন। এমএসএন-নামটি শুনলেই ফুটবলপ্রেমীদের ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বার্সেলোনার তিনটি মৌসুম মনে পড়বেই। সে সময় বার্সায় বিশ্বের অন্যতম সেরা

আক্রমণভাগ গাচ্ছিলেন মেসি, সুয়ারেজ ও সুয়ারেজ। বার্সাকে ২০১৪-১৫ মৌসুমে ‘ জেতানোর পাশাপাশি এই ত্রিফলা আক্রমণভাগের কাছ থেকে ৩৬৪



গোল এবং ১৭৬টি গোলে সহায়তা দেখেছে ফুটবলবিশ্ব। ২০১৭ সালে নেইমার দলবদলের বিশ্ব রেকর্ড গাে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে এমএসএন আক্রমণভাগের অবসান ঘটে বার্সা। সুয়ারেজ বার্সা ছাড়েন ২০২০ সালে। মেসি ছাড়েন পরের বছর। সময়ের পরিক্রমায় গত বছর

মৌসুম থেকে মায়ামির খেলবেন উরুগুয়ে তারকা সুয়ারেজ। নেইমার পিএসজি ঘুরে ২০২৬ সালে যোগ দেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে। মায়ামিতে মেসি-সুয়ারেজের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে নেইমার বলেন, ‘ মেসি ও সুয়ারেজের সঙ্গে আবারও

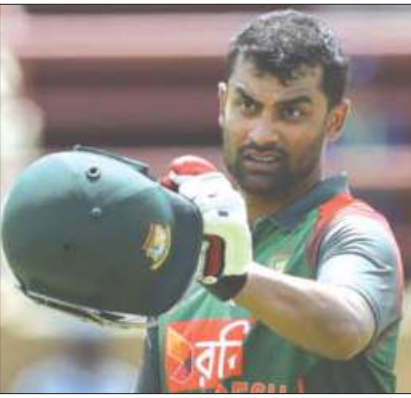
খেলতে পারাটা হবে অবিস্ময়া। ওরা আমার বন্ধু। এখনো আমাদের মাঝে কথা হয়। ব্রায় (আক্রমণভাগ) পুনর্জীবিত করাটা হবে আকর্ষণীয় ব্যাপার। আল হিলালে আমি সুখেই আছি। সৌদি আরবে ভালোই কাটছে। কিন্তু কে জানে, ফুটবল তো বিস্ময়ে ভরপুর।’ ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এরপর বলেন, ‘ পিএসজি ছাড়ার খবর বের হওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রে দলবদলের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার (ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার) স্টেট সুযোগটা ছিল না। যে পরিকল্পনার (সৌদি আরবে) কথা তারা আমাকে জানিয়েছিল, সেটা খুব ভালো। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারের জন্যও। তাই সৌদি আরবে যাওয়াই ছিল আমার কাছে সেরা সুযোগ।’ মায়ামিতে সম্প্রতি এক বছরের চুক্তি নবায়ন করেছেন সুয়ারেজ। আল হিলালে নেইমারের চুক্তির বর্তমান মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ ২০২৬ সালে এই তিন তারকার একসঙ্গে

খেলার সুযোগ থাকছে। আর সে বছরই যুক্তরাষ্ট্রে, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলতেও ব্রাজিলকে শিরোপা জেতাতো পারেননি নেইমার। তাঁর বয়স বলছে, ২০২৬ বিশ্বকাপই হতে পারে কারিয়ারের শেষ বছর। নেইমার নিজেও মানছেন সে কথা, ‘ চেষ্টা করব সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) থাকা। আমি জানি, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। আমার শেষ সুযোগ। সেখানে খেলার জন্য আমি সব রকম চেষ্টাই করব।’ ব্রাজিলের হয়ে ২০২৬ সালের অক্টোবরে সর্বশেষ খেলেছেন নেইমার। এরপর দীর্ঘদিনের জন্য চোটে পড়েন। গত বছর অক্টোবরে আল হিলালের হয়ে মাঠে ফিরে আবারও চোটে পড়েন। সৌদি শ্রো লিগের চলতি মৌসুমের প্রথম অংশে খেলতে পারেননি। এখন আবারও ক্লাব ও জাতীয় দলে ফেরার লড়াইয়ে নেমেছেন নেইমার।

খেলার সুযোগ থাকছে। আর সে বছরই যুক্তরাষ্ট্রে, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলতেও ব্রাজিলকে শিরোপা জেতাতো পারেননি নেইমার। তাঁর বয়স বলছে, ২০২৬ বিশ্বকাপই হতে পারে কারিয়ারের শেষ বছর। নেইমার নিজেও মানছেন সে কথা, ‘ চেষ্টা করব সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) থাকা। আমি জানি, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। আমার শেষ সুযোগ। সেখানে খেলার জন্য আমি সব রকম চেষ্টাই করব।’ ব্রাজিলের হয়ে ২০২৬ সালের অক্টোবরে সর্বশেষ খেলেছেন নেইমার। এরপর দীর্ঘদিনের জন্য চোটে পড়েন। গত বছর অক্টোবরে আল হিলালের হয়ে মাঠে ফিরে আবারও চোটে পড়েন। সৌদি শ্রো লিগের চলতি মৌসুমের প্রথম অংশে খেলতে পারেননি। এখন আবারও ক্লাব ও জাতীয় দলে ফেরার লড়াইয়ে নেমেছেন নেইমার।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা তামিম ইকবালের

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : সমাজ মাধ্যমের একটি পোস্টের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের বিষয়টি গতশুক্রবার নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল। বাংলাদেশ নির্বাচক প্যানলে তাকে আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির



জন্য নিজেকে উপলব্ধ করতে বলার পর তামিমের ঘোষণা আসে। তামিম পোস্টের মাধ্যমে বলেন ,আমি দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলাম। সেই দুরন্ত বজায় থাকবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমার অধ্যায় শেষ। আমি অনেকদিন ধরে এই বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। এখন যেহেতু চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মতো একটি বড় আসর সামনে আসছে, আমি কারও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে চাই না, যার ফলে দল তাঁদের মনোযোগ হারাতে পারে। অবশ্যই, আমি এটা আগেও চাইনি২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডেতে তামিমের আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়। তিনি শীঘ্রই ফরম্যাট জুড়ে তাঁর চিহ্ন তৈরি করেন, বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুশকিফুর রহিমকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাঁ-হাতি এই ব্যাটার। সব ফরম্যাটে বাংলাদেশি ব্যাটারের হয়ে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরিও রয়েছে তামিমের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তামিম ইকবাল- টেস্টঃ ৭০টি, ৫১৩৪ রান, গড় ৩৮.৮৯, সেঞ্চুরি ১০টি, সর্বোচ্চ ২০৬। ওডিআই : ২৪৩টি, ৮৩৫৭ রান, গড় ৩৬.৬৫, সেঞ্চুরি ১৪টি, সর্বোচ্চ ১৫৮ রান। টি-টোয়েন্টি ৭৮টি, ১৭৫৮ রান, গড় ২৪.০৮ সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ ১০৬।

সোশাল মিডিয়ায় জাদেজা নিজেই উৎসকে দিলেন অবসরের জল্পনা

১১ জানুয়ারি : অবসর নিতে চলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। আচমকাই জল্পনা তুঙ্গে উঠল জাভুর ভবিষ্য নিয়ে। যার নেপথ্যে ভারতের তারকা অলরাউন্ডের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি। আচমকা তাঁর এই পোস্ট ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় শুরু অবসর নিয়ে আলোচনা। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভারত ১-৬ ব্যবধানে হেরেছে। সেখানে প্রথম দুটি টেস্টে জাদেজা খেলেননি। কিন্তু গাবায় তাঁর ৭৭ রানের সৌজন্যে ভারত ফলে অন বাঁচিয়েছিল। যদিও নীচের



সারিতে আরও ভরসা দিতে পারতেন তিনি। ১৩৫ রানের পাশাপাশি মাত্র ৪টি উইকেট পেয়েছেন। ভারতের ব্যর্থতার পর রোহিত-বিরাতের পাশাপাশি জাদেজাকে বন্সানোর কথাও উঠেছে। সেই আবহে তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দেখে অনেকেই মনে করছেন অবসর হয়তো আসন্ন। শেষ টেস্ট খেলা হয়েছিল সিডনিতে। সেখানে গোলাপি জার্সি পরে নেমেছিল দুই দলই। সেই জার্সিই ইনস্টাগ্রামে দিলেন জাদেজা। আর তাতেই তুঙ্গে উঠল জল্পনা। হ্যাং কেন নিজের জার্সি ছবি পোস্ট করলেন তারকা অলরাউন্ডার? তাহলে কি বিদায় আসন্ন? উল্লেখ্য, ভারতের অজি সফরের মাবেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রবিন্দ্রনন্দন ঞ্চিন। সতীর্থ স্পিনারের পথই কি নিচ্ছেন জাদেজা উঠছে তা নিয়ে প্রশ্ন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ছাড়পত্র পায়নি ভারত। এর পরের টেস্ট সিরিজ চলতি বছরের জুন মাসে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামবে টিম ইন্ডিয়া। অর্থাৎ পরবর্তী ম্যাচের জন্য ছ’মাস অপেক্ষা করতে হবে জাদেজাকে। গত বছর বিশ্বকাপ জয়ের পর টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও তার জায়গা পাকা নয়। ফলে টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসরের সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। সোশাল মিডিয়ায় বিদ্যায়ী বার্তাও দিচ্ছেন ভক্তরা। এবার দেখার তিনি কী করেন?

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ১ জানুয়ারি ২০২৫

brain

spinal cord

nerve

নার্ভের্স

অসুখ

● ক্যান্সার বা টিউমার যেখানে রেডিয়েশন চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

● ল্যারিংক্স বা কণ্ঠনালীর ক্যান্সার

● গলব্লাডার ও প্যানক্রিয়াস ক্যান্সার

● হার্টের অসুখ মানাই জীবন শেষ নয়

● হাইপারটেনশন ও কিডনি ডিজিজ

● ফেসিয়াল নার্ভের অসাড়তা

● মায়োকর্ডে আঘাত

● স্নায়ু যুদ্ধে ঘৃণী রোগ

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে

পাশের কোডটি স্ক্যান করুন

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক সত্যজয় এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ১৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর
Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajay Industrial Society Co-Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Distributed at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com